একক ৪৭ ❐ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য

গঠন

৪৭.১ উদ্দেশ্য

৪৭.২ প্রস্তাবনা

৪৭.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

৪৭.৪ স্তবক গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন?

স্তবক গণনাট্য আন্দোলন এবং নবান্ন।

৪৭.৫ সারাংশ

৪৭.৬ অনুশীলনী ১

৪৭.৭ মূলপাঠ ১ হু. নবান্ন — প্রথম অঙ্ক

৪৭.৮ সারাংশ

৪৭.৯ মূলপাঠ ২ হু. নবান্ন — দ্বিতীয় অঙ্ক

৪৭.১০ সারাংশ

৪৭.১১ মূলপাঠ ৩ হু. নবান্ন — তৃতীয় অঙ্ক

৪৭.১২ সারাংশ

৪৭.১৩ মূলপাঠ ৪ হু. নবান্ন — চতুর্থ অঙ্ক

৪৭.১৪ সারাংশ

৪৭.১৫ অনুশীলনী ২

৪৭.১৬ উত্তর-সংকেত

৪৭.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৪৭.১ উদ্দেশ্য

বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন নাটকটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি নতুন ধারার সৃষ্টিকারী নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে জানবেন। এই এককটি পাঠ করলে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যুগান্তর সৃষ্টিকারী ‘নবান্ন’ নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

- পরিশেষে জানবেন, ‘নবান্ন নাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও অভিনয়ের উদ্যোগের উৎসটি।
- ‘নবান্ন’ নাটক ও তার উপস্থাপনা শুধুমাত্র নতুনতর আর্ট হিসেবেবেই প্রশংসনীয় ছিলনা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেদনা জাগাতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- নবান্ন নাটকের মধ্য দিয়ে এটি উপলব্ধি করবেন, এটি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনবৃত্ত নয়, যুগ পরিবেশজাত জীবনের কথা।
- 'নবান্ন' ব্যক্তি জীবনবৃত্ত থেকে গোষ্ঠী জীবনকথা হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই এ নাটক গণনাট্য।
- এ নাটক ভারত তথা বাংলাদেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত (১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ১৬ অক্টোবর সাইক্লোন ও বন্যা)।
- এ নাটকের পটভূমিতে আছে সন ১৩৫০-এর কুখ্যাত মন্বন্তর জনিত সঙ্কট (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা।
- নবান্ন এদিক থেকে হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক। নবান্ন গণনাট্যের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নাটক।

৪৭.২ প্রস্তাবনা

ইতোপূর্বে আপনি বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং দুটি নাটক পাঠের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রেক্ষাপট বাংলার গ্রাম ও তার দরিদ্র অসহায় কৃষক সমাজ—তাদের জীবনযাপনে সমস্যা সঙ্কট, ইংরেজ কুঠিয়ালদের শাসনপীড়ন, তাদের নায়েব-গোমস্তা পাইকদের অত্যাচারের পরিচয় পেয়েছেন। নাটকটি বসু পরিবারের পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কৃষকের সম্মিলিত শক্তি এখানে সংহত গণ আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অতিনাটকীয় উপাদানে নাটকের শেষ পরিণতি ঘটেছে।

'রথের রশি' (১৩৩৯) নাটকে আমরা প্রথম জনজাগরণের আভাস পেয়েছি। দেখেছি সভ্যতার রথ জনতার হাতের টানে উঁচুনিচু পথকে সমান করে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। রবীন্দ্রনাটকের রূপক সাংকেতিক নাটকের এই প্রগতি ধারণা পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের বাস্তব ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণনাট্যের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হোল হল 'People' বা 'গণ' অর্থে সমাজের বৃহত্তর অংশ—শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গণতান্ত্রিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা শিল্প সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের নাটক গানে কবিতায় আলোচনা ও প্রচার করবার মঞ্চহিসাবে গণনাট্য সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন। 'নবান্ন', ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪ গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। নাটকটি ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তদানীন্তনকালে দেশের শোষিত কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনের বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। নাটকটির অভিনয় চতুর্দিকে সাড়া তুলেছিল।

আপনি এ হেন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ বর্তমান এককে পড়বেন। নাটকটি সমগ্রত পড়ার পর, আপনি নাটকটির বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, উপস্থাপনা নিজেই মূল্যায়ন করতে পারবেন।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

৪৭.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষি৫ জীবনকথা

'নবান্ন'-র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭ই জুলাই, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার জ্ববর্তমান বাংলাদেশৰ খানখানপুর গ্রামে। পিতা ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্য পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি এবং শেক্সপীয়র-চর্চায় অনুরাগ বিজন ভট্টাচার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার সন্দেগ নানা স্থানে পরিভ্রমণ কালে গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার সন্দেগ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। এখানে যাত্রা, কথকতা ও মেলায় অংশগ্রহণ করায় বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ। মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশুতোষ কলেজে পরে রিপন জ্ববর্তমান সুরেন্দ্রনাথৰ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১-৩২-এ শরীর-চর্চা, জাতীয় আন্দোলন, পরে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবসর সময়ে আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ছাড়াও নানা বিষয়ে লিখতেন। রেবতী বর্মনের সাম্যবাদ সম্পর্কিত বই পড়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত জীবনযাপন ও অযত্নে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার এবং ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সন্দ্বঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সন্দ্বঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সন্দ্বগ (IPTA) গঠন-এ তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' জ্ব১৯৪৩ৰ। বিনয় ঘোষের 'ল্যবরেটরী'র তিনি নাট্যরূপ দেন। এগুলি অভিনীত হয়। এরপর তাঁর নাটক 'জবানবন্দী' অরণি'তে প্রকাশিত হয় আর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন 'নবান্ন'। এটি ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪-এ আই. পি. টি. এ. কর্তৃক শ্রীরন্দ্বগম মঞ্চেঅভিনীত হয়। নাটকটিতে তিনি প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইত্যবসরে ১৯৪৩-এ তিনি খ্যাতনামাকবি ও গল্পলেখক মনীষ ঘটকের কন্যা, লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে বিয়ে করেন, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬-এর দান্দ্বগায় পটভূমিকায় বিজন ভ্টাচার্য 'জীয়নবন্যা' লেখেন। 'মরাচাঁদ' নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৪৮-এ তিনি মতান্তরের কারণে গণনাট্য সন্দ্বঘ ছেড়ে বোম্বাই চলে যান জীবিকার অন্বেষণে। সেখানে তিনি কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন এবং কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করে দেন। ১৯৫০-এ কোলকাতায় ফিরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করে প্রায় ২০ বছর ধরে নাটক লিখে, অভিনয় করে, নাটক পরিচালনা করে জীবন ধারণ করেছেন। দেবী দুর্গার রূপকাশ্রয়ে জোতদারের বিরুদ্ধেকৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনার জন্য 'দেবীগর্জন', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 'কলন্দ্বক', দেশবিভাগের দরুণ বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবন নিয়ে 'গোত্রান্তর' রচনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ছেড়ে 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানেও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে—যেমন, 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত পরিচালিত লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'তিতাস একটি নদীর নাম', দিলীপ

রায় নির্দেশিত 'রাজদ্রোহী'-তে অভিনয় করা ছাড়াও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'তথাপি', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বস্তুত নাটক, গান, অভিনয় ছিল বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে ওতোপ্রোত। তথাপি, বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ও হতাশা, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সফল সুন্দর জীবন উপকূলে পৌঁছে দিতে পারেনি।

৪৭.৪ ক গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন? খ গণনাট্য আন্দোলন ও 'নবান্ন'।

ক ফরাসী চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক রমাঁ রলাঁ তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত ভাবনা কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলো, ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। অনূদিত গ্রন্থের নাম 'দি পিপ্‌লস্ থিয়েটার', এ দেশে নাম দেওয়া হয়েছে 'গণনাট্য'। বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় য়ুরোপে নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। চল্লিশের দশকে বৃটিশ-উপনিবেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটি প্রায় অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চল্লিশের এই গণনাট্য আন্দোলন বর্তমানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

রলাঁর মূল বক্তব্য হল প্রায়োগিক শিল্প বা পারফরমিং আর্টকে জনগণের কাছে যেতে হবে, তাঁদের জীবনকে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ থিয়েটার হবে গনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটার। তিনি এখানেই থামেননি। তিনি একে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আস্থা, তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতার কেন্দ্র জনগণ। তিনি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মত বুঝেছিলেন যে কোন সংকট উত্তীর্ণ হ'তে হলে প্রয়োজন ব্যাপক প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ একক প্রচেষ্টায় নয়, ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই গণনাট্যের নাটক জীবনের জন্য, তার বিষয়বস্তু জনজীবন থেকে আহৃত। চরিত্র সমাবেশে থাকবে সাধারণ মানুষ, কোন বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র নয়, সামগ্রিক অভিনয় দক্ষতার ওপর এই নাট্যাভিনয় নির্ভরশীল। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে, তাঁদের নতুন জীবন-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। ফলত এ নাটক বস্তুত উদ্দেশ্যমূলক। তবে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয় আনন্দময় পরিবেশে, জীবন সম্পর্কে রাজনৈতিক সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের মঞ্চদৃশ্যসজ্জা হবে অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষের জীবনানুগ-বাস্তব।

এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আন্দোলন শব্দটা সংযুক্তির তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার দরকার। আন্দোলনের দুটি পক্ষ—আন্দোলনকারী ও যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে আর একটি প্রশ্ন, আন্দোলন কি জন্য? এবং কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থা যা গরিষ্ঠ জনজীবনের পরিপন্থী, তাকে ভেঙে নতুন কিছু গড়বার বা করবার জন্য আন্দোলন। কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল এই যে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানুষের বাইরে যে অগণিত জনগণ শহরে গ্রামে গঞ্জে ক্ষেতে খামারে কলে

কারখানায় নানান সাধারণ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে, সেই সব মানুষের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য এই প্রয়াস। সেই দায়িত্ব অবিসংবাদিতভাবে এসে পড়ল। তিরিশের দশকের মানুষের কাঁধে। মাঝখানের সময়টাতে দর্শকমণ্ডলী এমন কোন নাটক পায়নি যার মধ্যে নিজের মানসিকতার দুর্গতির সাযুজ্য খুঁজে পেতে পারে—কোন চরিত্রের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জীবন যন্ত্রণার সন্ধান পেতে পারে। বস্তুত নাটক জীবনের কাছে দায়বদ্ধ। তথাপি একথা বুঝবার বা বোজাবার চেষ্টা হয়নি সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে—নতুনত্ব পিয়াসী জনগণের কাছে যে নাটকের দায় ও দায়িত্ব কতখানি। অথচ নাটকের কারবার তো কেবল মাত্র মানুষকে নিয়ে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের জীবনের সম্পর্ক নাটকের বিষয়। নাটক মানুষের কথা বলে, জীবন যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রামের ভাষ্যকার সে তাই তার বক্তব্য বিষয় বস্তুত যা নিয়ে তা হ'ল জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, জীবিকার সঙ্গে বঞ্চনার, বঞ্চনার সঙ্গে প্রতিরোধের, প্রতিরোধের সঙ্গে সংগ্রামের বাস্তবসম্মত নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক দিকটিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

বাংলা নাটকের পেশাদার মঞ্চএই সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে পারেনি। ফলত জীবনবিমুখতা পলায়নবাদিতা, গতানুগতিকতা আর রোমান্টিসিজমের ধূম্রজালের মধ্যে নিমজ্জিত থাকল সে। ইতিমধ্যে এসে গেল আর একটা মহাযুদ্ধ। শুরু হ'ল কালোবাজারী আর মুনাফাখোর মানুষের নৃত্য। কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শোষিত হতে হতে নিঃশেষিত প্রায় হতে লাগল। একদিকে স্বাধীনতা পাবার উদগ্র কামনা, অন্যদিকে শোষণ আর পেষণ থেকে মুক্তির আকুতি দিকে দিকে রণিত হতে লাগল। শুরু হ'ল জীবনের সপক্ষে—শুধু মধ্যবিত্ত নয়, শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে, নাট্য আন্দোলন।

আন্দোলনের আরো সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, /আজ যে দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহা এই নাট্য আন্দোলনের জন্য সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-আন্দোলনে 'আন্দোলন' কথাটি লইয়া অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমাজের কোনো বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়, তখনই তো তাহাদের মধ্যে একটি আন্দোলন দেখা যায়। 'আন্দোলন' কথার অর্থই হইল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। ...... প্রাণবান নাটক মঞ্চজগৎ এবং আশ্বাসভরা এক আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে অদম্য সাধনাই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য আন্দোলন কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল। ওই সব নাট্যশালাকে যে সব অসাধারণ অভিনেতা তাদের অদ্বিতীয় অভিনয়গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াচিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকগমন করিলেন। কেহ কেহ বা রঙ্গমঞ্চ হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইলেন। তাহাদের অভাবে রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল। মঞ্চপরিচালকরাও আলোক ও দৃশ্যপটের ব্যবহার এবং প্রয়োগরীতির দিক দিয়া তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, সে জন্য নবাগত সিনেমা-নেশায় উন্মত্ত দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের প্রতি

এ সময় বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন নাই। সমাজের অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছিল। থিয়েটারের নেশামত্ত জমিদার শ্রেণীর অবলোপ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং নূতন যে ব্যবসাদার শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল, তাহারা থিয়েটার অপেক্ষা চলচ্চিত্র শিল্প অধিকতর লাভজনক দেখিয়া সেদিকে ঝুঁকিলেন। নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এইসব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক ও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাইরে তখন নবজীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যামোদী যুবকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল।*

সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লবী মতবাদ এবং নতুন জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী ভাবনা প্রথম দেখা গিয়েছিল গণনাট্য সন্দেঘ। দীর্ঘদিন ধ'রে এই আন্দোলন চলে আসছে। পেশাদারী মঞ্চগুলিও পাশাপাশি পুরাতন ঐতিহ্যকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে এবং দর্শক আকর্ষণের নানান কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের সুস্থ সংস্কৃতির ছিন্নপত্র সীমান্ত্র পেরিয়ে এসে বাংলার যুবমানসের ওপর যে তীব্র প্রভাব ফেলতে শুরু করে সেই সব নবলব্ধ চেতনা একে একে বিস্ফোরণ ঘটায়। কৃষক ও জমিদার-জোতদারের সংগ্রাম, শ্রমিক-মালিকের সংগ্রাম, শোষক ও অত্যাচারী মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে বাংলা নাটক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকল বাংলার মানুষের সন্দেগ। জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরে বাংলা নাটক বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয়ই প্রধান অংশ ছিল এই গণনাট্য সংঘের। এই সংঘের ভাবনা চিন্ত্রা পেশাদার কোন মঞ্চের ভাবনা চিন্ত্রার অনুসারী ছিল না, তা সম্পূর্ণ আলাদা।

সংগঠিতভাবে 'গণনাট্য' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে গণনাট্য সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে। তা' না হলে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাবেনা। 'নবান্ন' এবং 'গণনাট্য' সংঘ একে বারে অন্দগান্দগীভাবে জড়িত। দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্তরে মার্কসবাদী আদর্শ এবং সংগঠন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের পরেই এই প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেমন রাজনীতিতে তেমনই সংস্কৃতি আন্দোলনেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োগ এদেশে শুরু হয়ে যায়। এরই ফলে ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, যার মূল ঘোষণা ছিল 'ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা-দারিদ্র্য সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিষ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তি হীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তি সম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মীষ্ঠ শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্ত্র রক্ষম করে—তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।'

এই ঘোষণায় স্পষ্ট বলা আছে—'সাহিত্যের বিষয় বস্তু কি হবে এবং যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

যে কেবলমাত্র রসের বিচারের দ্বারা সাহিত্য বিচার হতে পারেনা। সেই শিল্পজাত রস আমাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে কিনা সেও একটা মানদণ্ড যা তৎকালীন ভারতীয় শিল্পকলা বিচারে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সন্দ্বেগ ইতিপূর্বে বলা হয়নি।'

এই 'প্রগতি লেখক সংঘ' সারা ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলার প্রায় অনেকগুলি জেলায় শাখা বিস্তার করে। নাটক সাহিত্যের এমন একটি অন্দ্বগ যা নতুন ভাবাদর্শ প্রচারে সক্রিয় এবং অগ্রগামী ভূমিকাপালন করে। আর যেহেতু, অভিনয় যোগ্যতা নাটকের মৌল শর্ত, সেই হেতু দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তা সহজেই ছাপ ফেলতে পারে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা 'নীলদর্পণ' আমাদের বশু ব্যের সমর্থনে রায় দেবে। ফলে দেশের লেখকদের সামনে একটা নতুন ঢেউ এলো। গল্প কবিতা লেখার সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ দেশের ছাত্র, যুবক, অফিসের কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত সচেতন ব্যশ্তি রা নাটক লেখা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে থাকলেন।

জ্বখৰ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার প্রথম বুলেটিনে 'Peoples Theatre Stars the People'— এই বাণী শিরোভূষণ করে যাত্রা শুরু করে। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রাণবন্ত্র করে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। প্রভাবে গণসংযোগের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে এভাবে সাংস্কৃতিক আন্দ্রোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছে। গণনাট্যের নাটক তাই সাধারণ নাট্যভাবনা বা নাট্যতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। জীবন্ত্র ও সচল জীবন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এ নাটককে বিচার করতে হবে সমসাময়িক দেশকাল ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তু বতার দৃষ্টিভন্দ্বিগ নিয়ে এগুলি লেখা বলে, বিচারও করতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে। যেহেতু এর বিষয়বস্তু নতুন, চিন্ত্রাধারাও স্বতন্ত্র, প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধ প্রয়াস, সর্বোপরি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে মূল বশু ব্য উপস্থাপিত, এর বিচার প্রচলিত মানদণ্ডে হতে পারেনা।

প্রথম পর্বে Youth Cultural Institution (Y.C.I.) জ্ব১৯৪০ৰ, পরে গণনাট্য সংঘ যে নাটক ও গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করেছিল হু, তা হল অঞ্জনগড় ও কেরাণী এবং ল্যাবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দ্রী। এগুলিতে কৃষক-শ্রমিকের সন্দ্বেগ অবহেলিত শেষিত সাধারণ মানুষ এবং নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরে, তাদের মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে। এমনি পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'নবান্নে'র জন্য।

নবান্নের পটভূমিতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ, ভারত ছাড়ো আন্দ্রোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিম্ন বন্দ্বেগ ফসল নষ্ট, সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা প্রতিকারহীন দুর্ভিক্ষ মন্বন্ত্র র—সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে ক্ষুধা মেটাতে লন্দ্বগরখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে। ওদিকে লোভী জোতদার মজুতদার ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক খাদ্য গুদামজাত করছে, এদিকে অস্থিচর্মসার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের নগ্নমূর্তির ছবি ও সেবাশ্রমের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে রমরমা।

এই ক্রান্তিকালে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ সমগ্র দেশে তো বটেই ইংল্যান্ডেও সাড়া ফেলেছিলো। দেশে বিদেশে সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হ'তে থাকে। ইংল্যান্ডের

জনগণ বাংলার এই দুর্ভিক্ষের খবর জানতে পারে। তাঁদের কেউ কেউ গণনাট্য সংঘকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যে উদ্যোগী হন।

People's Relief Committee (PRC)-র ব্যবস্থাপনায় গণনাট্য সংঘ মন্বন্তরে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহায়তা দান শুধু করেনি, আর্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

৪৭.৫ সারাংশ

বর্তমান এককের সূচনায় নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি একটি অভিনব নাটক যার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র পরিকল্পনা, দৃশ্যসমাবেশ আলো ও ধ্বনির সুষম বিন্যাসের সাহায্যে ব্যষ্টি জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের, দুর্গতির ও প্রতিরোধের ছবি ফুটিয়ে তুলে গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রস্তাবনায় জানানো হয়েছে 'নীলদর্পণ' ও 'রথের রশি'-র অবদানের পরিচয়। ইতিহাসের ধারায় নাটক ক্রমশ পুরাণ, ইতিহাসের সীমা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। কালক্রমে এরই স্রোতোধারায় গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে জানা যায়, তাঁর পরিবারে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামীণ যাত্রা, কথকতা, মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রাম্য কথ্যভাষার সন্দেগ তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জাতীয় আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এ সময়েই সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সর্বক্ষণের কর্মী হন। নানা কাজের মধ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জনযুদ্ধনীতি প্রচার, ফ্যাসিস্ট বিরোধী থেকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘ স্থাপন। এই গণনাট্য সংঘের জন্য তাঁর 'আগুন', 'জবান বন্ধ্রী', 'নবান্ন' নাটক রচনা। শেষোক্ত নাটকটি তিনি শম্ভু মিত্রের সন্দেগ যৌথভাবে পরিচালনা এবং অভিনয় করেন। শেষ জীবনে, অভিনয়ই তাঁর জীবনধারণের একমাত্র পাথেয় ছিল। হতাশা তাঁকে ঘিরে থাকায়, শেষদিকে তিনি ভগ্ন, রিক্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন।

পরিশেষে মূলপাঠ ১-এ গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। রম্যাঁ রলাঁর 'পিপল্‌স্ থিয়েটার'-এর ধারণা থেকে এ দেশে গণনাট্যের ধারণার সূচনা চল্লিশের দশকে। এই নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনা জনজীবন থেকে আহৃত, উপস্থাপনা সহজ, সরল অনাড়ম্বর। তাই সাধারণ নাট্যতত্ত্ব দিয়ে একে বিচার করা ঠিক হবেনা। সমসাময়িক দেশকালের প্রেক্ষাপটে সচল জীবন্ত চরিত্রগুলিকে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিভন্দিগ দিয়ে বিচার করতে হবে।

১৯৪০-এর দশকে রচিত গণনাট্যের নাটকগুলি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছে। 'নবান্ন' এই ক্রান্ত্রিকালের সৃষ্টি।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

৪৭.৬ অনুশীলনী ১

১। ̄ ভ্লক্ব আপনার মতে 'নবান্ন' পাঠের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল—

ভ্লখ্ব বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক—

ভ্লগ্ব নবান্ন নাটকের রচনা কাল—

২। ভ্লক্ব 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়—

ভ্লখ্ব 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটে আছে—

ভ্লগ্ব বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি চল২িচত্রে অভিনয় করেছেন, যে কোন দুটি অভিনীত চিত্রের নাম করুন—

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দ্রী' ——— তে' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর নাটক 'নবান্ন' —— ও ——— পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, অভিনীত হয় ——— মঞ্চে।

৪। ভ্লক্ব গণনাট্য নামকরণের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ভ্লখ্ব Y.C.I. এবং গণনাট্য সংঘ যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। প্রথম যুগের প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪৭.৭ মূলপাঠ ☐ নবান্ন ঃ প্রথম অন্দ্বক

প্রথম দৃশ্য

দিবাবসানে চরাচর আ২৬ন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চপ্রায়াগুধকার। সুদূরের পটভূমি রশ্তিম। অস্পষ্ট আলোকে ক২৬পের পিঠের খোলার আকৃতি একটি মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যা২েছ। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামূর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হ২েছ যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত্র চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রশ্তিম হয়ে উঠল হু, আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সন্দ্বেগ উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে ঃ আর একজনের বয়স কম—

গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত্র কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

প্রধান। ত্মহাত তুলে রশ্তিম পটভূমির দিকে ইন্দ্গিত করেৰ তা এ সব কিছুর পর, সব কিছুর পর যে দিন আসবে, আমার শ্রীপতি-ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরন হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওই ওই রকম। ওই রকম সোচ্ছ্রর, ওই রকম নিদারুণ সোচ্ছ্রর। ত্মঅনুকম্পা ও তাি২৬ল্যভরে হেসেৰ তিন মরাই ধান। তিন মরাই ধান তুই আমারে কী বলিস্ কুঞ্জঙ্গ ..... জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্ত্রি নেই তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

ডনেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ.

কুঞ্জ। ত্মঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়েৰ চুপ। টুঁ শব্দ না। ঐ—

প্রধান। চল, চল্ কুঞ্জ আমরা এগিয়ে যাই।

কুঞ্জ। কী এগিয়ে যাই, পাগল না মাথাখারাপঙ্গ

প্রধান। মাথাখারাপঙ্গ

কুঞ্জ। মাথাখারাপ না তো কী বলব? ত্মনেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দৰ শুনছ ওদিকে, ঐ ঐ আবার—

প্রধান। আবারঙ্গ আবারঙ্গ ওরা ক'জনা?

কুঞ্জ। ক'জনাঙ্গ কী করে বলব ক'জনাঙ্গ চলো—

প্রধান। চল্ তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

ডনেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ.

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, তুমি—ঐ, ঐ আবারঙ্গ চলো পালাই।

প্রধান। পালাব। পালাতে বলছিস তুইঙ্গ

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান্ দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরেই পালাই।

প্রধান। ত্মবিলাপের সুরেৰ আমার অন্ত্র র্‌লে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্ত্র র—

কুঞ্জ। ত্মপ্রধানকে হাতে ধরে টেনেৰ তোমারে নিয়ে হয়েছে আমার মহা্‌লা, বুঝলে, মহা্‌লা।

ডউভয়ে দ্রুত প্রস্টথান.

ডত্রস্ত পায়ে বিনোদিনীর প্রবেশ.

বিনোদিনী। ত্মবিমূঢ়ভাবেৰ ওমা, এ কী বিপদ হলো, এখন যাই কোথায়।

ডদ্রুত প্রস্টথান.

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

ড সন্ত্রস্ত ভাবে নিরঞ্জনের প্রবেশ.

নিরঞ্জন। ত্মখালি গায়ে ছুটতে ছুটতেৰ তাই তো—সাংঘাতিক।

ড দ্রুত প্রস্টথান.

ড পঞ্চননীর প্রবেশ.

পঞ্চননী। ত্মলাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদেৰ না, শরম-ই৭ ৎ আর থাকল না মেয়েমানষির, শরম-ই৭ ৎ আর থাকল না—

ড দ্রুত প্রস্টথান.

এলো চুলে উন্দাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে সোজা মঞ্চের ওপর দিয়ে রাধিকার দ্রুত প্রস্টথান। সগুধ্যার গোধুলি আলোর মতোই পটভূমির রশ্তিম আভা বিষণ্ণ হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দূরে শঙ্খধবনি শোনা যা২৬। প্রায়াগুধকার মঞ্চের ওপর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনেকগুলো দ্রুত ধবনি দূরে মিলিয়ে গেল।

ড কুঞ্জর প্রবেশ.

কুঞ্জ। ত্মসম্ভ্রর্পণে গুঁড়ি মেরে ঢুকেৰ থাক্ চলে গেছে। এসো, এসো তোমরা সব।

ড প্রধানের প্রবেশ.

প্রধান। ত্মকব্জির ওপরে ক্ষতস্টথানে হাত চেপেৰ চলে গেছে? চলে গেছে, আবার আসতে কতক্ষণ?

কুঞ্জ। ও কী, রশু ? কাটল কিসে? দেখিঙ্গ

প্রধান। ত্মতাহি৬ল্যভরে ক্ষোভের সুরেৰ হে, এ রশ্তে র আবার দাম? এ রশ্তে র জন্যে আবার মায়া। জম্ভু জানোয়ারের মতো বনে জন্দ্বগলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা—ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ তুই আমারে ছেড়ে দে।—আমার অম্ভ্র র্‌লে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অম্ভ্র র—

কুঞ্জ। অম্ভ্র র কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। ত্মক্ষুব্ধ স্বরেৰ্‌লেছে তো এগুলি নি কেন যখন বজ্মাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অম্ভ্র র যদি—আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতির ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠাঙ্গ তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শাম্ভ্রি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ। তা মিথ্যে হা-হুতাশ আর—

ড পঞ্চননীর প্রবেশ.

পঞ্চননী। ত্মলাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদেৰ না এর এট্টা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে, এর এট্টা বিহিত করতে হয়। এ কী রকম ধারা কথা? মেয়েমানুষ, ল৭ াশরম খুইয়ে বনে-জন্দ্বগলে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহরঙ্গ কেন, বিত্তাম্ভ্রটা কীঙ্গ দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হ্যাঁরা কুঞ্জ?

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কুঞ্জ। জেঠিমা তুমিঙ্গ

পঞ্চাননী। হ্যাঁ আমি, তুই জবাব দে আগে আমার কথার।

কুঞ্জ। বলো।

পঞ্চাননী। আবার বলবে কী? দেখছিস নে, না খেয়ে বসে আছিস চোখের মাথাঙ্গ বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? মেয়েমানুষ কী পাপ করেছে, য়্যাঁ।

কুঞ্জ। কী বলব।

পঞ্চাননী। কী বলবিঙ্গ

প্রধান। সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোনো কথা কয়ো না। কোনো কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে.......

পঞ্চাননী। তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটি নি, বুঝলেঙ্গ শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরমঙ্গঙ্গ লৎ াঙ্গঙ্গ তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অন্দ্বেগর ভূষণঙ্গঙ্গ যা নিয়ে তোমরা গর্ব করঙ্গঙ্গ আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইৎ ৎঙ্গঙ্গ মেয়েমানুষের ইৎ ৎঙ্গঙ্গ কী, কথা বলিস না যেঙ্গ চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জঙ্গঙ্গ ঙ্গঙ্গ ঙ্গঙ্গ

কুঞ্জর দিকে স্টিথর দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে পঞ্চাননীর দ্রুত প্রস্টথান

কুঞ্জ। জ্বক্ষোভের সুরেৰ ইৎ ৎঙ্গঙ্গ ইৎ ৎ দেখছেঙ্গ জীবনটাই যেখানে বেইৎ তের সেখানে আবার মেয়েমানুষের ইৎ ৎঙ্গ কিন্তু কিন্তু

ড নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে কুঞ্জ.

প্রধান। ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু হু, জ্বহঠাৎ উদভ্রান্ত্রের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জরৰ ঐ কিন্তুটার টুঁটি এক বার, জ্বমরিয়াভাবেৰ কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে জ্বধস্তাধস্তিৰ —

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হ২৬, কী কর? জেঠাঙ্গ জেঠাঙ্গঙ্গ

ড কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান.

প্রধান। জ্বহঠাৎ প্রকৃতিস্টথ হয়েৰ য়্যাৰঙ্গ

কুঞ্জ। জেঠাঙ্গ

প্রধান। আমার অম্ভর ৱলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অম্ভর ৱলে গেছে।

কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে প্রধান

ড যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ.

যুধিষ্ঠির। কুঞ্জ।

কুঞ্জ। জ্ঝএকটু লক্ষ্য করেৰ আপনি এলেন কবেঙ্গ

যুধিষ্ঠির। এ অঞ্চলে দিনসাতেক হল এসেছি।

কুঞ্জ। জানতে পারিনি তো একেবারেই।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, তোমরা জানতে পারোনি ঠিকই, তবে আমি এর মধ্যেই দু'বার ঘুরে গিয়েছি। দিন তিনেক আগে, এই তোমার গত বুধবার হতে, একজন কাবুলিওয়ালা ঘুরে য়ায়নি তোমাদের এখান দিয়ে।

কুঞ্জ। জ্ঝমাথা চুলকেৰ কাবুলিওয়ালা। সকাল বেলার দিকে ?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এই বেলা আজ্ঞ্রাজ নটা নাগাদ? জ্ঝএকুট হেসেৰ আমিই সেই কাবুলিওয়ালা।

কুঞ্জ। জ্ঝবিস্মিতের ভন্দিগতেৰ আপনি সেই কাবুলিওয়ালা?

প্রধান। আপনিঙ্গ

যুধিষ্ঠির। কাঠের একটা গুঁড়ির ওপর বসে তুমি আমাকে খা২৬লে না।

কুঞ্জ। ঠিক তো।

যুধিষ্ঠির। এই, আর একদিন রাত্তিরে। রতনগঞ্জ থেকে সেদিন আমি ঘোড়ায় ফিরছিলাম।

কুঞ্জ ও প্রধান বিস্মিতের ভন্দিগতে তাকিয়ে থাকে যুধিষ্ঠিরের দিকে

তা যাক-গে, সে সব কথা জানবার দরকার নেই তোমাদের। সময় খুব সংক্ষেপ, দু'চারটে জরুরি কথা বলেই চলে যেতে হবে আমাকে এখান থেকে। কথাটা হ২৬ যে, যারাই আমাদের কর্তব্যের পথে সামান্যতম অন্ত্র রায়ের সৃষ্টি করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে এখন থেকে কঠোর ব্যবস্টথা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আদর্শকে জয়যুশু করবার দিক থেকে যে-কোনো ব্যবস্টথা, তা সে যতই নির্মম হোক না কেন, গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করলে আমাদের চলবে না। আমি জানি, জয় পরিণামে হবে আমাদেরই, কিন্তু সেই বিজয় গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ রশু রেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে।

প্রধান। জ্ঝপৈশাচিক উল্লাসেৰ আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্, বেড়ি দিয়ে ফেলি গে ওদের হু, তা কুঞ্জ শোনে না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—আজ যদি আমার শ্রীপতি-ভূপতি।

ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে প্রধান

কুঞ্জ। জ্ঝযুধিষ্ঠিরকে একান্ত্রেৰ শেষ পর্যন্ত্র পাগলই হয়ে গেল দুটে ছেলের শোকে।

যুধিষ্ঠির। না না পাগল নয় কুঞ্জ. প্রধান পাগল নয়। এই ঠিক। প্রয়োজন আছে আজ এই উন্দত্ততার।

এ পাগলামি নয়।

প্রধান। না না।

যুধিষ্ঠির। ত্মকুঞ্জর প্রতিৰ তুমি বলছ পাগল, কিন্ত্মু বলতে পারো কুঞ্জ, কোথা থেকে আসে এই পাগলামি? কেন এই উন্দত্ততা? ভুল—

ভুল কুঞ্জ, মহা ভুল প্রধান পাগল নয়।

কুঞ্জ। পাগল নয়?

প্রধান। ত্মঅস্ফুটস্বরেৰ না, না, না, না।

যুধিষ্ঠির। আমাদের অন্ত্মরের সমস্ত খর্বতাকে আজ প্রধানের অর্ন্ত্মদাহই পরিশুদ্ধ করতে পারে।

অভিভূত হয়ে গেছে কুঞ্জ। ভাববিহ্বল চিত্তে কী যেন ব্যক্ত করতে চায়, কিন্ত্মু পারে না।

যুধিষ্ঠির। ত্মকুঞ্জর বুক চাপড়েৰ আমার সময় হয়ে গেছে কুঞ্জ। আমি চলি এখন। ত্মপ্রধানের প্রতিৰ আবার আসব প্রধান।

ডপ্রথানুযায়ী যুধিষ্ঠির ডান হাতটা বুকে ঠেকিয়ে উধর্ববাহু করে তুলে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। কুঞ্জ ও প্রধান যুধিষ্ঠিরের অনুকরণ করে ..... যুধিষ্ঠিরের প্রস্টথান।

হঠাৎ নেপথ্যে একটা হট্টগোল শোনা যায় এবং ক্রমে সেই গণ্ডগোল বাড়তে থাকে। গভীর উত্তেজনায় কুঞ্জ চতুর্দিক লক্ষ্য করে। প্রধানও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ।

কুঞ্জ। জেঠাঙ্গ জেঠাঙ্গ ঐঙ্গ ত্মহাত দিয়ে অনুসরণের ইন্দ্বিগত করেৰ

ডকুঞ্জর দ্রুত প্রস্টথান।

প্রধান। ত্মপৈশাচিক উত্মাসেৰ ঐ, ঐ আবারঙ্গ ও কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জঙ্গ কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব প্রাণ দেব প্রাণ দেবঙ্গ

ডদ্রুত প্রস্টথান।

নেপথ্যে গণ্ডগোল ভয়াল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দেখা যায়,

বৃদ্ধা পঞ্চননী একটা জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে ঢুকছে।

পঞ্চননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সবঙ্গ এগিয়ে যা।

জনতা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে খানিকটা এগিয়ে আসে

পঞ্চননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরাঙ্গ

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা একটু ইতস্তত করে

এগিয়ে যা, এগিয়ে চল তোরা সবঙ্গ এগিয়ে যা।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা থমকে দাঁড়ায়

জনৈক ব্যক্তি। ভয় খেয়ে আরে বতাস রে, বাপ রে বাপ।

সকলে সমবেত কণ্ঠে এই -ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।........

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কপালে হাত চেপে ধরে এগিয়ে যা, এগিয়ে যা ....

মূহ্যমান হয়ে পড়ে পঞ্চাননী। সকলে মালভূমির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। দু একজন মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে

ক্ষীণ কণ্ঠে এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব ....

দুই একটা জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পড়ে থাকে। হাতিয়ার সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

গোলমাল ক্ষীণ হয়ে আসে। পঞ্চাননীর মুখে কথা সরে না, শুধু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব।

মঞ্চের উপর তিন-চারজন আহত লোক শুয়ে পড়ে ক্ষীণভাবে হাত-পা নাড়তে থাকে। পঞ্চাননীর কণ্ঠ নির্বাক হয়ে আসে। কিন্তু তখনও হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। সুদূরের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে আসে । ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটা মশাল তখনও জ্বলছে ।

ড্রপসিন

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। একখানা দোচালা ঘরের দাওয়ার ওপর বসে আছে প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন, আর কুঞ্জর ছেলে—নাম মাখন। জল ভরতি একটা মেটে কলসি কাঁখে নিয়ে কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা, ওরফে রাধি ঘরে গিয়ে উঠল। একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়— রাধিকাকে—কাঁকালে পুরোনো একটা মেটে কলসি আর হাতে একখানা বস্তা। কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রাধিকা প্রথমে বস্তাটা উঠোনে বিছিয়ে দেয়, তারপর কলসির ধানগুলো চটের ওপর ঢেলে ফেলে পা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেড়ে দেয়।

প্রধান। পা দিয়ে ধান নাড়তে নাড়তে নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ। কেন, মাচাং-এর ওপরে সেই সে কালো জালার ভিতরি যে পুরোনো আউস কতকগুলো ছিল?

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

রাধি। জ্ঝমুখ ঝামটা দিয়েৰ হ্যাঁ, বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্যে সেই ধান। রোজ ক'সের করে চাল লাগে হিসেব করে দেখেছ কোনো দিন?

কুঞ্জ। জ্ঝ রাগত ভাবেৰ না, হিসেব করে দেখিনি, এমনিই চলছে।

নিরঞ্জন। জ্ঝ বাধা দিয়েৰ নাও, ও অভাব-অভিযোগ তো লেগেই আছে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন সংসারে। তা বলে সকালবেলাই খামখা এট্রা অস্বরস কাণ্ড বাধিয়ে আর লাভ কী। চুপ করে যাও।

কুঞ্জ। না, তাই দ্যাখো একবার আচরণ। সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত্র একেবারে রি রি করে্বলে ওঠে। মোটে সহ্য করতে পারি নে। কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, তার আবার—

রাধি। জ্ঝ রাগত ভাবেৰ হ্যাঁ, খেয়ে খেয়ে দ্যাখো না কেমন সোজ্রুর হাল হয়েছে শরীরে রঙ্গ জ্ঝমুখ ভেংচেৰ আর বলো না, বুঝলে? পুরুষ মানুষের কিতিত্বের কথা আর বলো না। আমরা যে মেয়েমানুষ, আমাদের পর্যন্ত্র ল৭ া করে।

কুঞ্জ। ও—ে া —ে াঃ, ল৭ াবতী লতা রে আমারঙ্গ

ড পিঁচ কাটে.

রাধি। জ্ঝকটাক্ষ করেৰ দু'চক্ষে পেড়ে দেখতে পারি নে।

ড রাধিকার প্রস্থান.

প্রধান। জ্ঝআফশোসের সুরেৰ হায় রে ধান, হুঁঃ। এই দুটো ধানের জন্যে—

নিরঞ্জন। জ্ঝ বাধা দিয়েৰ ন্যাও, থামো তুমি। তোমার আফশোস শুনতে আর ভালো লাগে না। পচে গেল কান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, সব খুইয়ে এখন ঐ আফশোসই সার হয়েছে। ভালো কাণ্ডকারখানা।

প্রধান। জ্ঝআনমনেৰ সে কি দু'চারটে ধানঙ্গ তিন তিন মরাই ধান।

কুঞ্জ। জ্ঝনিরঞ্জনের প্রতিৰ ন্যাও সামলাও এখন ঠেলা।

ড প্রধান ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে.

নিরঞ্জন। জ্ঝপ্রধানের প্রতিৰ তা সে যা করেছে তা বুঝে শুনেই করেছে।

কুঞ্জ। বুঝে শুনে মানে, নিজে তো করেইছে, আর পাঁচ জনারে পর্যন্ত্র বাধ্য করেছে ধান নষ্ট করে ফেলতে।

প্রধান। জোর করে প্রধান কাউকেই কিছু বলেনি।

কুঞ্জ। জোর করে মানে কি আর তুমি নিজে হাতে করে অপরের গোলার ধান নষ্ট করেছ আমি বলছি? অনুরোধ উপরোধ করে বাধ্য করেছ। উপরোধে মানুষ বলে ঢেঁকি পর্যন্ত্র গেলে, তার আবার—

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

প্রধান। উপরোধও করিনি।

নিরঞ্জন। বেশ তো তাই হল, উপরোধও করিনি। বিম্ভু আচরণ করে শিক্ষে দিয়েছ।

প্রধান। হ্যাঁ তা দিইছি।

নিরঞ্জন। বিবেচনা করেই দিয়েছ?

প্রধান। ত্মরাগতভাবেৰ হ্যাঁ দিইছি, বিবেচনা করেই দিইছি। যা করবার তোরা কর আমারে। য়্যাঁ, নৌকো ছিল আমি আটকে রেখেছি। চবিবশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমি মানষিরি সব দেশান্ত্ররি করিছি। সব আমি করিছি। কর্ তোরা আমারে যা করবার কর।

ডঅস্টিথর হয়ে ওঠে প্রধান্.

কুঞ্জ। ত্মনিরঞ্জনকে চুপ করতে ইন্দ্বিগত করেৰ তোমাকে আবার কে কী করতে চা২৬ মাঝে মাঝে আপনা থেকে আফশোস কর বলেই তো এই সব কথা ওঠে। যা গিয়েছে—গিয়েছে, য়্যা। এই তো, ক'মাস পরেই আবার আমন ধান পাওয়া যাবে। তেমন একটা অঘটন যদি ঈশ্বরের ই২৬য় না ঘটে তো ভাতের আবার ভাবনাঙ্গ ত্মস্ত্রী রাধিকার উদ্দেশ্যেৰ কই, গেলে কোথায়? ত্মমাখনের প্রতিৰ ডাক দিকিন মাখ তোর মা-রে।

মাখন। মা এসে আবার কী করবে?

কুঞ্জ। ত্মধমকের সুরেৰ কী করবে তা বুঝ বখন আমি। ব্যাদড়া ছেলে কাঁহাকা, ডাক শিগ্গির।

মাখন। যাই২৬।

ডমাখনের প্রস্টথান্

কুঞ্জ। মুখ থেকে দুধের গণ্ডধ গেল না, এর মধ্যেই তক্ক করতে শিখেছে মুখে মুখে। মা-টি আবার কেমন দেখতে হবে তো।

ডরাধিকার প্রবেশ্

কী, খুব তো মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলে তখন। বলি রাগ করে বসে থাকলে কি পেট ভরবেখন সকলের?

রাধি। ওমা, রাগ আবার করলাম কখনঙ্গ

কুঞ্জ। না, পা থাবড়ে যে বড়ো ঘরে গিয়ে উঠলে, সেই কথা বলছি।

রাধি। তা উঠলামই বা। কারো তো কিছু এসে যা২৬ না তাতেঙ্গ

কুঞ্জ। তা এসে যা২৬ বই-কি। শুধু শুধু আর কি হাত গুটিয়ে বসে আছি? নাও, দাও দিকিন এইবার তোমার সেই—

রাধি। ত্মআঁচ করে একটু রেগেৰ কী দেবে?

কুঞ্জ। ত্মচোখ বুঁজেৰ আরে কী যে বলে ওর নামটা—

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

রাধি। আ হা হা হা, মশক রা দেখলে গলায় দড়ি দিতে ই২৬ যায়।

কুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, তোমার সেই—

রাধি। —মলজোড়া, এই তো?

কুঞ্জ। হ্যাঁ।

রাধি। তা সে কি আর আমি বুঝিনিঙ্গ মনে তোমার অনেকক্ষণই পড়েছে শুধু আমার বাপের বাড়ির জিনিস বলে চক্ষুল৭ ার খাতিরে একটু ভনিতে করলে। কিন্তু সে মল আমার মায়ের দেওয়া। তার কথা মনে করে তুলে রেখেছি। সে আমি কিছুতেই দেব না। আর সবই তো খেয়েছ। এখন সে মলজোড়ার ওপর টনক নড়ছে। হায় অদেষ্টঙ্গ

কুঞ্জ। না দিবি না দিবি, তা বলে হা অদেষ্ট হা অদেষ্ট করিস্নি, হ্যাঁ। কুঞ্জ সমাদ্দার এখনও বেঁচে আছে, মরেনি।

রাধি। বেশ তো, তারই প্রমাণ দিক্ হু, সে আমার সৌভাগ্যি।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, তাই তাই। নয়তো তুই যে ভাবছিস আমি মরে গিয়ে তোর উদোমে খাবার ব্যবস্থা করে দেব, সে গুড়ে বালি, বুঝলি, সে গুড়ে বালি।

ডহঠাৎ ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে বাসন পত্তর সব টেনে বের করে আনে

বাপের বাড়িওয়ালারা যে মস্ত বড়লোক, ঠ্যারেঠোরে ও শুধু আমারে সেই কথাই শোনায়। তোর দেমাক আর ঠেকারের নিকুচি করেছেঙ্গ

ডঝনাৎ কর বাসনের পাঁজা নামায়। ত্বরিতপদে রাধিকার প্রস্থান

নিরঞ্জন। তা ওগুলো নিয়ে আবার কোথায় চললে?

কুঞ্জ। দোকানে, আবার কোথায়? পেট তো ভরাতে হবে গুষ্টিরঙ্গ

ডকাশতে কাশতে আর বক্ বক্ করতে করতে ঘরে প্রস্থান

প্রধান। ও মাখন, মাখন।

নিরঞ্জন। দুত্তুর কলা নিকুচি করেছে তোর সংসারের। শালা আজই আমি চলে যাব।

ডকলসি কাঁখে বিনোদিনীর প্রবেশ

বিনোদিনী। কোথায় যাবে?

নিরঞ্জন। এই এলেন আবার আর এক সঙ্। যত সব হয়েছে।

বিনোদিনী। ওমা, আমি আবার কী করলাম?

নিরঞ্জন। কি২৬ু করনি বাপু, কি২৬ু করনি। যাও, এখান থেকে যাও। আর ভালো লাগে না। আমি আজই শালা চলে যাব।

বিনোদিনী। কোথায়?

নিরঞ্জন। কোথায় কি আর আমি ঠিক করে রেখেছি? যাব এমনিই, যেদিকে দু চোখ যায়।

বিনোদিনী। ওমা, সে কী কথা?

নিরঞ্জন। না দিনরাত তোমাদের এই সংসারের ভেতরে পড়ে ঝালা-পালা হই আর কী। আমি আজই চলে যাব।

বিনোদিনী। তাহলে আমাকেও সন্দেগ নিয়ে চলো।

নিরঞ্জন। জ্বভেংচি কেটেৰ সন্দেগ নিয়ে চলোঙ্গ তুমি যাবে কোথায়?—তুমি যাবে কোথায়? নিজেরই বলে দাঁড়াবার জায়গা নেই, তার আবার,—আগে রও, আমি তো যাইঙ্গ—তারপর দেখি যদি একটা কাজটাজ জোটাতে পারি তো সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তার কী?

বিনোদিনী। একা যাবে তুমি?

নিরঞ্জন। জ্বভেংচি কেটেৰ তো দোকা পাব কোথায়?

বিনোদিনী। কেন, নাও না আমায় তোমার সন্দেগ।

নিরঞ্জন। পাগল্ না মাথা খারাপঙ্গ আমিই বলে তাই এখন কোথায় যাই কী করি তার ঠিক নেই, ঘাঁটিয়ো না মিছে হ্যাঁ, ভালো লাগে না।

বিনোদিনী। আজই তো তাই বলে চলে যা২৬ না?

নিরঞ্জন। কেন, যদি বলি আজই, তো বাধা কিসের?—বাধাটা কিসের?

বিনোদিনী। বাধা মনে করলেই আছে, না করলেই নেই। আমি থাকব এখানে একলা পড়ে—

নিরঞ্জন। আহা বলি একলাটা কিসের হল? যত সব প্যান্-প্যানানি এই মেয়েমানুষের।

বিনোদিনী। তা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেদছি—

নিরঞ্জন। জন্মেদছ তো বেশ করেছ। ও কোনো কথা আমি তোমার শুনতে চাইনে। আর পাঁচজনও থাকবে, তোমাকেও থাকতে হবে তাদের সন্দেগ। গোঁয়াতে পার ভালো, না পার—আমি তার কী করব? আমারে চলে যেতেই হবে,—আজ না হয় কাল।

ডবিনোদিনী চোখ মোছে

একেবারে তো অজলে অস্থলে ফেলে যা২৬ নে। দাদা থাকল, বৌদি থাকল, জেঠা থাকল, মাখন থাকল, আবার ভয়টা কিসের? পরলোক তো এরা কেউই নয়ঙ্গ দেখছ এই অবস্থা, নুন আনতে পান্ত্রা ফুরা২৬, এখন বুঝে শুনেও যদি তোমাদের আগলে বসে থাকি তো শেষকালে?—ভেবে দেখেছ কখনও পরিণামটা ? হুঁঃ, শুধু কাঁদলে হয় না। অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে হয়। জ্বধরা গলায়ৰ কাঁদছে, কাঁদতে অমন আমিও পারি। কিন্তু কী দাম আছে সেই চোখের জলের? কিছু না।

ডপরিশ্রান্ত কুঞ্জর প্রবেশ্

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কুঞ্জ। ত্মউভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নিরঞ্জনের প্রতিৰ ফের মেরেছিস বুঝি? ত্মনিরঞ্জন নিরুত্তরৰ বলি ফের্ আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের?

ডসাশ্রুনয়নে বিনোদিনীর প্রস্টথান্.

ত্মচেঁচিয়েৰ বেরো, বেরো তুই এখনই আমার বাড়ি থেকে, বেরো। ছোটলোক, চামারঙ্গ অভাবে পড়ে এর মধ্যেই স্বভাব নষ্ট করে বসেছিস—বেরো, বেরো তুই এখুনি। পশু কোথাকারঙ্গঙ্গ

উন্দত্ত অবস্টথায় সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করে বসে।

মেয়েমানুষের গায়ে হাত ..... বেরো, বেরো তুই, বেরো ঙ্গঙ্গ

ডআঘাতে নিরঞ্জনের মাথাটা ফেটে যায়, সন্দ্বেগ সন্দ্বেগ ফিনকি দিয়ে বেরোয় রশু । নিরঞ্জনের প্রস্টথান।

কুঞ্জ। ত্মবিমূঢ়ভাবেৰ য়্যাঁ, রশু ঙ্গ রশু ঙ্গ খুন করে ফেললামঙ্গ খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনকেঙ্গ নিরঞ্জনঙ্গ নিরঞ্জনঙ্গঙ্গ

ত্মপটক্ষেপৰ

তৃতীয় দৃশ্য

দাওয়ার ওপর বসে প্রধান আনমনে তামাক টেনে চলেছে, আর কুঞ্জ উঠোনে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। দেখলেই মনে হয় আগে থেকেই যেন কী একটা আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।

প্রধান। ত্মহুঁকোয় বিলম্বিত একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়েৰ তা হল থাকবে? কী, কথা বলিস না যে?

কুঞ্জ। কী বলব? জমি তোমার, দ্যাখো তুমি বিবেচনা করে।

প্রধান। হ্যাঁ তা সে তুই কী বলিস?

কুঞ্জ। আমি তো বলেছি আমার কথা।

প্রধান। কী?

কুঞ্জ। কাজ নেই কবালা করে।— মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে? ক'দিন গেল?— তো কী হবে খামখা জলের দামে জমি বিক্রি করে? ও সে যা করেছ তা করেছ। আর বেচে কাজ নেই। য়্যাঁ-া-াঃ, আছেই আর ভারি বিঘে তিনেকঙ্গ

প্রধান। তা হলে যা হয় এট্টা ঠিক করে বল খামখা—

কুঞ্জ। আবার ঠিক করে কীঙ্গ বলছি তো থাক। বিশেষ ফসল যখন এক বার হয়ে গেছে। রোওয়া। আর অভাব? সে তো আছেই । ও জমি বেচলেও থাকবে, না বেচলেও থাকবে। দ্যাখা যাক। দিন কি আর এমনিই যাবেঙ্গ

ডপ্রতিবেশী দয়ালের প্রবেশ্.

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

দয়াল। জ্বগলা খাঁকারি দিয়ে প্রধানকে লক্ষ্য করেৰ। এই যে প্রধান।— বাড়িতেই আছো তা হলে দেখছিঙ্গ

প্রধান। জ্বচারিদিকে চেয়েৰ হ্যাঁ, সকালবেলার থেকেই কেমন কেমন যেন একটু ঘোর ঘোর ভাব—

দয়াল। বিষ্টিই বোধ করি আসে।

প্রধান। তা বস। উঠে বস। তামাক খাও।

দয়াল। জ্ববসতে বসতেৰ তামাক বা খাব কী?

প্রধান। কেন, যাি২৬লে নাকি কোথাও?

দয়াল। না এই।

প্রধান। জ্বদয়ালকে হুঁকো এগিয়ে দিয়েৰ ধরো।

কুঞ্জ। জ্বউঠোনের এক কোণে বসেৰ দয়ালদা কী বল এ কথার?

দয়াল। কী বিষয়ঙ্গ

প্রধান। আর কি বিষয়ঙ্গ

দয়াল। তবু শুনি।

কুঞ্জ। বিষয়টা হ২েও যে জমি জায়গা বিক্রি করা নিয়ে।

দয়াল। বেশ।

কুঞ্জ। বিলের ধারে ঐ যে বিঘে তিনেক খামার জমি আছে না জেঠার? তাই বলছিল বিক্রি করে ফেলি।

দয়াল। তারপর?

কুঞ্জ। তা আমি বলি কী যে ও দুঃখ-কষ্ট যা কপালে আছে সে তো আছেই, মাঝখানে থেকে জমিটুকু খুইয়ে আর কী এমন সৌভাগ্য বাড়বেঙ্গ

দয়াল। সে তো ঠিক কথাই। রুজি রোজগার না থাকলে জমি বেচে আর ক'দিন চলে।—আমি নাকি যে ভুল করেছিঙ্গ

কুঞ্জ। বেচে ফেলেছ নাকি জমি তুমিও?

দয়াল। হ্যাঁ তা সে কিছু তো বেচে ফেলেইছি। কিন্তু সেই বেচেই বা হল কী? বীজ ধানগুলো পর্যন্ত্র রাখতে পারলাম না উঃ।

কুঞ্জ। তোমার তা হলে তো দেখি আরও সরেস অবস্থ্থাঙ্গ সব খুইয়ে বসে আছ?

দয়াল। সব, সব। কুঞ্জ, সব। একমুঠো চালের জন্যে তোর দয়ালদা তা না হলে কি আর আজ দোরে দোরে ঘুড়ে বেড়ায়ঙ্গ উঃঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

প্রধান। ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল। কিন্তু বড়ো ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত। এইটাই বুঝলাম।

কুঞ্জ। ঞ্জদীর্ঘশ্বাস ছেড়েৰ হ্যাঁ বুঝলে বটে, ঞ্জদয়ালের প্রতিৰ তবে কি না বড্ড দেরি করে বুঝলে।

দয়াল। ঞ্জক রুণ হেসে সন্দেগ সন্দেগৰ এমন সময় বুঝলে যে শুধরে যে নেবে তার পর্যন্ত্র সময় থাকল না।

প্রধান। ঞ্জদয়ালের হাত থেকে হুঁকো নিয়েৰ তা হলে থাক জমিটুকু।

দয়াল। থাক্ থাক্, সম্বল থাক্, জমিজায়গা এমনিই বিক্রি করতে নেই, তার ওপর—

প্রধান। থাকতে তো বলছ, কিন্তু এদিকে দিনপাত চলে কী করে বলো তো? বাঁচতে তো হবে?

দয়াল। তা তোমাদেরও কি এই রকম অবস্থা নাকি?

প্রধান। তো তুমি কী ভাবছ?

দয়াল। কেন ধান তো তোমার ছিল প্রধান।

প্রধান। হ্যাঁ সে যখন ছিল তখন ছিল। এখন কী আছে তাই বলো।

দয়াল। এই রকম অবস্থা নাকিঙ্গ আমি ভাবলাম যাই, প্রধানের ওখানে এক বার যাই। যদি কিছু—

প্রধান। হুঁ, সে কথার আর কী বলব বলো। এই তো দ্যাখো না, সকাল বেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত্র চেঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের-দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ হ্ল, পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?

দয়াল। তা তো ঠিকইঙ্গ কিন্তু আমার যে এদিকে সমস্যাই হল। ঘরে একদানা চাল নেই, প্রধান, আজ দু'দিন। রাঙার মা বলতে গেলে সে এক রকম ধুঁকছে কাল বিকেল বেলা থেকে। কী করি বলো তো?

কুঞ্জ। আর কী হয়েছেই এইঙ্গ

দয়াল। কুঞ্জঙ্গ

কুঞ্জঙ্গ কী বলব বল এ কথারঙ্গ রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকালবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। ঞ্জঘর থেকে চাল নিয়ে আসে কোঁচড়েৰ ন্যাও ধরো, মুঠোখানেকের বেশি কিন্তু দিতে পারব না দয়ালদা। এই আমাদের শেষ সম্বল।

দয়াল। ঞ্জকোঁচড় পেতেৰ ঐ মুঠোখানেক হলেই চলবে বাপ আমার। জানটা তো আগে রক্ষে পাক।

কুঞ্জ। কিন্তু এই রকম করে আর কদ্দিন?

দয়াল। যদ্দিন যায়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এ তো থাকবেই।

প্রধান। তা শুধু আশ দিয়ে তো আর পেট ভরবে না দয়াল, ব্যবস্থা এর এট্টা করতে হয়।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

দয়াল। বলো কী ব্যবস্থা করবে। আমি তাতেই আছি।

প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কেন শহরে? অন্নকূট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

কুঞ্জ। থাক তোমার বাবুদের কথা আর শুনতে চাই নে।

দয়াল। হ্যাঁঃ, ও বাবুদের কথা আর বলো না।

কুঞ্জ। যার জন্যে করি চুরি শেষকালে সে-ই বলে কি না চোরঙ্গ

প্রধান। ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।

কুঞ্জ। তা সে ভদ্দরনোকও আছে, ভদ্দরনোকও নেই। তা বলে ফর্সা জামা-কাপড় পরে ভালো বাংলায় হ্যানা করো ত্যানা করো বললেই ভদ্দরনোক বলে তার কথা মেনে নিতে হবে? থে-ে-ঃঙ্গ

প্রধান। না, তা কেন হবে?

কুঞ্জ। তো তবে?

দয়াল। যাকগে, সে যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন বর্তমানের কর্তব্য কী তাই—

প্রধান। তা সেই কথাই তো বলছি। বলি—

কুঞ্জ। বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তার নেমে দাঁড়াতে হবে।

প্রধান। তা হলে যে আশংকা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত্র তাই হল।

দয়াল। আর হওয়া-হউইর তো কিছুই নেই। ঐ এক রাস্তাই খোলা আছে, ঐ এক পথেই যেতে হবে সকলকে।

প্রধান। তাই তো বলছি। বলি শহরে—

কুঞ্জ। তা সে তুমি শহরেই বলো আর নরকেই বলো, পথ ঐ এক। সরা হাতে করে গুষ্টিশুদ্ধু পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে।

প্রধান। পথে নেমে দাঁড়াতে হবে? প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে দয়ালঙ্গ

দয়াল। তাই তো বলছি—বলি শেষ পর্যন্ত্র এ-ও চোখ চেয়ে দেখতে হবে। অদেষ্ট, সব অদেষ্ট।

প্রধান। এই, তা যদি না হবে তো দ্যাখো জমিজমাই বা খোয়াতে যাব কেন আমি, আর আজ পথে নেমেই বা দাঁড়াতে হবে কেন আমায়? অদেষ্ট ছাড়া আর কী?

কুঞ্জ। নাও মিথ্যেমিথ্যি আর অদেষ্টর দোহাই পেড়ো না, হ্যাঁঃ। নিজে ই২৬ করে আগুনে হাত

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

দেবে, আর পুড়ে গেলে বলবে যে অদেষ্টর জন্যে এই দুর্ভোগ হল। ..... তোমাদের এই ধরনের কথা বার্তার, সত্যি বলছি দয়ালদা, আমি কোনো মানে বুঝতে পারিনে, কোনো মানে বুঝতে পারিনে। তোমরা সব—

ড ঝড়ের বেগে মাখনের প্রবেশ্

মাখন। তোমরা সব চালার ওপর ওঠো, চালার ওপর ওঠোঙ্গ সাত-আট হাত উঁচু হয়ে বান আসছে, ভীষণ বান, হই—ই—ই—ঃ।

নেপথ্যে বানের ডাক—সোঁ সোঁ

কুঞ্জ। তাই তোঙ্গ ড মাখনের ঘরে প্রস্থান্

দয়াল। আমি চলি প্রধান তা হলে। সকালবেলার থেকেই আজ কেমন যেন ঘোর ঘোর ভাব, গরম গরম হাওয়া দিচ্ছিল কাল রাত থেকে। কী ব্যাপারঙ্গ

বাতাসের দমকা ঝাপটা

আরে ববাসরেঙ্গ ড দয়ালের প্রস্থান্

কুঞ্জ। আরে বসে যাও দয়ালদা, এর ভেতর বেরিয়ো না।

ড বাতাসের ঝাপটা্

এ যেন একেবারে ফেলে দিতে চায়ঙ্গ

নেপথ্যে একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, মড় মড় মড়াৎ। প্রধান দাওয়ার ওপর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চোখের ওপরে হাত দিয়ে দুরে বান লক্ষ্য করতে থাকে । চুলগুলো তার সব যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে মাথায়। কাঁচা পাতা, পজ্বব, ডাল, সব ছিঁড়ে এসে পড়ে উঠোনে। দোচালাখানা নড়তে থাকে ঘন ঘন—যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে আর কী। বান আর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে অব্যাহত—সাই-শোঁ-সন্। আলোটা অস্পষ্ট। একটু পরেই ওঠে হাহাকার আর আর্তকণ্ঠের উপায়বিহীন আক্ষেপ। কেউ হয় তো চাপা পড়েছে, কেউ হয়তো চাপা পড়ে বেরোতে পারছে না। সুদূর পজ্বী অঞ্চল থেকেও যেন সেই আক্ষেপ ঝড়ের গলা ধরে এসে প্রধানের দোচালার ওপর আছড়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে দোচালাখানা ভেঙে পড়ে প্রধানের।

প্রধান। জ্ব ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মাঝখানে উন্দত্ততায়ৰ কুঞ্জ, মাখন, জ্ব চোখ-মুখের ওপর থেকে বৃষ্টির ছাঁট মুছেৰ এই যে এদিকে, মাখনঙ্গ কুঞ্জঙ্গ মাখনঙ্গ

ড হন্ত্রদন্ত্র হয়ে মাখনের প্রবেশ্

মাখন। এই যে দাদু। আমি, আমি এখানে।—বাবা কোথায়, বাবা? বাবাঙ্গ

ড রাধিকার প্রবেশ্

রাধিকা। জ্বছুটে এসেৰ মাখনঙ্গ মাখনঙ্গ মাখন কইঙ্গ মাখনঙ্গ

মাখন। এই যে আমি এই যে এখানে।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

রাধিকা। কই, কোথায়ঙ্গ ত্মমাখনকে জড়িয়ে ধরেৰ বাপ আমারঙ্গ

প্রধান। কুঞ্জ কোথায়ঙ্গ কুঞ্জঙ্গ

কুঞ্জ। ত্মচাপা গলায়ৰ এই যেঙ্গ এখানে। মাখনঙ্গ

প্রধান। কোথায়ঙ্গ কুঞ্জঙ্গ মাখনঙ্গ কোথায় তোর বাপঙ্গ

মাখন। এই যে দাদুঙ্গ দাদুঙ্গ উঁচু করে ধরো চালাটা, দাদু বেরোতে পা২৬ না হু, ধরো তুলে ধরোঙ্গ

ত্মপ্রধান ছুটে গিয়ে চালাটা উঁচু করে ধরে। রাধিকা কুঞ্জকে বেরিয়ে আসতে সাহায্যে করে।ৰ

রাধিকা। লাগেনি তো কোথাও?

কুঞ্জ। না। মাখন কইঙ্গ এই যেঙ্গ

প্রধান। ঠিক আছে তো আর সবাই।

রাধিকা। ত্মউদ্বিগ্ন কণ্ঠেৰ বিনো কোথায়?

কুঞ্জ। সে কী, দ্যাখো, দ্যাখো শীগ্‌গির। ওর নিচে চাপা পড়েনি তো? কী—ি—ি—ি।

মাখন। এই যে এখানে। বাবা।

ত্মসকলে বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে যায়। বিনোদিনী অচৈতন্য।

রাধিকা বিনোদিনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।ৰ

রাধিকা। ও মা, তোমার সব দ্যাখো গো ও বিনো, বিনো—

ত্মকুঞ্জ, রাধিকা ও মাখন বিনোদিনীকে ধরাধরি করে সামনের ফাঁকা জায়গায় এনে শুইয়ে দেয়।ৰ

কুঞ্জ। ত্মবিনোদিনীর চোখ টেনেৰ চোখে লেগেছে বোধ হয় খুব জোর।

রাধিকা। বি নো। অ বি নো—

ডবিনোদিনী ক্ষীণ আর্তনাদ করে ওঠে।

প্রধান। বেঁচে আছে তো রে কুঞ্জ।

কুঞ্জ। আ—া হা—াঃ, থামো তো তুমি।

রাধিকা। ত্মবিনোদিনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতেৰ যত সব অলক্ষুণে কথা বার্তা। ও বিনো, বিনো। এখন এট্টুঙ্গ — কীঙ্গ — কোথায় লেগেছে?

কুঞ্জ। থাক্, উদ্ব্যস্ত করো না। থাক ঐ রকম।

ডনেপথ্যে আর্তের হাহাকার।

প্রধান। থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেলঙ্গ পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে,—প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

নেপথ্যে ‘কুঞ্জ কুঞ্জ’ ডাক

কুঞ্জ। ৺উৎকর্ণ হয়েৰ য়্যাঃ ...... কুঞ্জঙ্গ .... কেঙ্গ

ড উন্দদত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ্

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জঙ্গ

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। ৺কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়েৰ এই যে কুঞ্জ, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। ৺বিস্মিতের ভন্দিগতেৰ দয়ালদাঙ্গ দয়ালদাঙ্গঙ্গ

দয়ালঙ্গ ৺স্বপ্নোত্থিতের মতোৰ য়্যাঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেলঙ্গ আমার কি কিছু ছিল নাঙ্গঙ্গ

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙাঙ্গ আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘরঙ্গ কুঞ্জঙ্গঙ্গ

প্রধান। দয়ালঙ্গঙ্গ

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.... সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মাঙ্গঙ্গ

৺ঝড়ের শব্দ—সাঁই-সংৰ

৺পটক্ষেপৰ

চতুর্থ দৃশ্য

জীর্ণ-গৃহ পরিবেশ। খসে খসে পড়েছে চালা। কোনো কোনো জায়গায় খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকাল দেখা যা২৬। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। উঠোনে বিনোদিনী উনুনের ধারে বসে কী যেন একটা সেদ্ধ করছে হাঁড়িতে আর্‌াল ঠেলছে। দাওয়ার ওপর বসে আছে রুগ্ণ মাখন।

বিনোদিনী। ৺উনুনের মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে গিয়ে চোখে মুখে ধোঁয়া খেয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুরে বসেৰ বাববা, এ কাঁচা পাতা কি ছাই্‌লে? ধোঁয়া খেতে খেতে প্রাণ গেল। নাঃ, বসা যায় নাঙ্গ

মাখন। তা সে ওখানে বসে ধোঁয়া খেয়ে মরছ ক্যানো? মোটা একটা ডাল লাগিয়ে দিয়ে দাওয়ার ওপরে এসে বসো দিকিন্‌ঙ্গ সেদ্ধ হ২৬ তো ভারি জগডুমুর—গরুতেও খায় নাঙ্গ সরে এসো একখানা ডাল লাগিয়ে দিয়েঙ্গ যে না আমার রান্নাঙ্গ

বিনো। নে, বসে বসে তুই আর সব সময় ফোঁপরদালালি করিস নে তো মাখন। চুপ করে থাক। এই রান্নারই বলে দাম দেয় কে, তার আবার—

মাখন। নিত্যি, ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ আর কচুর নতির ঝোল ও আজ আমি কিছুতেই খাব না।—

বিনো। ওঃ, না খাস তো আমার ভারি বয়েই গেল। আনলেই পারিস ভালোমন্দ্র দেব্য খুঁজে পেতে।

জীর্ণ বসনে এক-পা কাদা নিয়ে প্রধানের প্রবেশ কোঁচড়ে একগাদা খুদে কাঁকড়ার

প্রধান। হেসেৰ ভালোমন্দ্র দেব্য খুঁজে পেতে আনা কি সহজ কথা? কোঁচড়ের কাঁকড়া নেড়েৰ এই কটা তাই কত করে, —দেখি এট্টা পাত্তর টাওর—না, তাই বা আবার পাবো কোথায়।—এই কোনো এট্টা কিছু, ঢেলে দেব।

ডবিনোদিনী প্রস্থানোদ্যত.

—যা হয় এট্টা নিয়ে এসো খপ্ করে।—ওঃ, গা-হাত-পা একেবারে চুলকে মলাম। পচা কাদাঙ্গ

ডবিনোদিনীর প্রস্থান.

মাখন। ধরলে কোত্থেকে, অনেকগুলো তোঙ্গ সে দিনকারগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট। আজকেরগুলো বেশ ডাগর ডাগর।

প্রধান। হেসেৰ বড় হয়ে উঠেছে সব। জলেও টান ধরেছে, আর সব এখন খাল খন্দ্রর ভেতরে গিয়ে সিঁদু২৬। ধরা কি সহজ কথা?.....

ডভাঙা একটা চুবড়ি নিয়ে বিনোদিনীর প্রবেশ.

এনেছ, রাখো। হাসতে হাসতেৰ নুন লন্দ্বকা দিয়ে খুব খটমটে করে ভেজে নিয়ে....মাখনরে দিয়ো যেন বৌমা দুটো খানি।

ডকুঞ্জর প্রবেশ.

কুঞ্জ। মাখনরে আবার কী দেবে?..... কি২৬ দিয়ো না ওরে খেতে টেতে। জিতেনবাবু বারণ করে গেছেন পই পই করে।

মাখন। খাব তো না, এমনি এট্টুখানি চেখে দেখব।

কুঞ্জ। ওঃ, সুখ খায় গুড় দিয়ে মুড়ি। আর চোখে দ্যাখে না। চোখে দেখবঙ্গ জিনিসটা কী শুনি?

মাখন। ক্যাঁকড়া।

কুঞ্জ। য়্যাঁ, ক্যাঁকড়াঙ্গ ক্যাঁকড়া খাবি তুই?..... খবরদার ও যেন ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া না খায়। হ্যাঁ, এই বলে দিলাম সবাইকে।

প্রধান। তো শাসা২৬স কারে তুই তাই বলে, য়্যাঁঙ্গ আ গেল যা। তিরিক্ষে হয়েই আছে মেজাজ দেখি সব সময়।

ডএক বোঝা শাক পাতা নিয়ে রাধিকার প্রবেশ.

কুঞ্জ। ক্ষোভে ও দুঃখেৰ ও, মেজাজ দেখলেঙ্গ এর ভেতরও মেজাজ দেখলে? আমি বলে সারাটা দুপুর এই রোদ্দুরের ভেতরে পাতি পাতি করে সগুধান করে জোগাড় করে নিয়ে এলাম

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কাওনের চাল কটা, ডাশুার বলে গেছে, আর এসে শুনি যে ছেলে আমার কঁ্যাকড়া খাবার জন্যে ব্যাগ ধরেছেন। তোর অপত্য স্নেহের নিকুচি করেছে.....জ্বগামছা থেকে কাওনের চালগুলো ছড়িয়ে দেয়ৰ যাগ্‌গে, দরকার নেই কাওনের চালের, যাগ্‌গে।

রাধি। তা এত কষ্ট করে না আনলেই পারতে। এনে আবার ছড়িয়ে নষ্ট করার দরকার ছিল কী?

কুঞ্জ। জ্বদুঃখেৰ আমার সব কষ্টের মূল্য তো চিরকালই এই রকম। এর বেশি আর কবে কোন দিন পেয়েছি?

ড রাধি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে.

প্রধান। জ্বউঠে গিয়েৰ দে, দেখেছ কাণ্ড বাণ্ড, দেখেছ? জ্বহাত দিয়ে চালগুলো সাপটেৰ সারাটি দিন এই কষ্টের কষ্ট করে কাওনের চাল কটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এল, কী না কী বলেছি— অমনি দিলে তারে ছড়িয়ে মাড়িয়ে—

কুঞ্জ। কষ্ট যা তা তো হয়েছে আমার। তার জন্যে তো আর কাউকে আফ্‌শোস করতে হবে না।

প্রধান। জ্বচাল সাপটাতে সাপটাতেৰ তাই যদি বুঝবি তুই তবে আর আমার দুঃখুটা কিসের?

কুঞ্জ। থাক, আর নাকি-কান্না কাঁদতে হবে না তোমার। .... যথেষ্ট হয়েছে। কত ছলনাই জানো?

প্রধান। জ্বস্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থাকেৰ কী, কী বললি তুই কুঞ্জঙ্গ ছলনাঙ্গ নাকি-কান্নাঙ্গ আমার সহানুভূতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারেঙ্গ আমারে অপমান করলি তুইঙ্গঙ্গ তুই আমারে অপমান করলি—

ড কেঁদে ফেলে.

কুঞ্জ। আমার হয়েছে মহা্‌লা। বুঝলে, মহা্‌লা। অপমান আবার তোমারে করলাম কখন?

প্রধান। অপমান নয়? এর চাইতে আর কী-ভাবে তুই আমারে অপমান করতে চাস? কী-ভাবে আর অপমান করতে চাস্? তোর কাছে আমার দুঃখ, সহানুভূতি সব মিথ্যে, ছলনাঙ্গ তার চাইতে তুই আমার মাথায় তুলে—

জ্বসামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে বসে।

রাধিকা, মাখন চেঁচিয়ে ওঠেঙ্গৰ

কুঞ্জ। জ্বছুটে গিয়ে হাতখানা চেপে ধরেৰ কী হ২৬ কী এ সব? জেঠা কী কর?

প্রধান। জ্বক্ষোভের সুরেৰ তুই আমারে খুন করে ফেল কুঞ্জ। আমার সব্‌লা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক। আমার সব্‌লা যন্ত্রণার—

ড চাপা আর্তনাদ করতে থাকে.

কুঞ্জ। জ্বকাঠ ফেলে দিয়েৰ ছি ছি ছি ছি ছি ছি। রাগের মাথায় কী না কী বলেছি, অমনি—

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

নাঃ একেবারে ছেলেমানুষ, হ২৬ তুমি দিন-কে-দিন।—কথার ভেতরে তো বলেছি যে অসুখে ভুগছে, আর তারপর ডাশুারও বারণ করে গেছে, কঁ্যাকড়া ফঁ্যাকড়া যেন না দেওয়া হয় ওরে, তাতে করে এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে বসবার কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি ছি।

প্রধান। অসুখঙ্গ বলি অসুখটা কী রে ওর, য়্যাঁ—

কুঞ্জ। হাত-পা ফুলে গেছে, চোখ হলদে পানা, অসুখ না?

প্রধান। বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু অসুখটা কি খাওয়ার জন্যে, না না-খাওয়ার জন্যে, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করি।

ডকুঞ্জ নিরুত্তর.

রাধি। আজ মাসখানেক হল ও তো একরকম না-খাওয়ার ওপরেই আছে। কী খায় ও?

কুঞ্জ। তা অসুখ হলে মানুষ আবার খায় কী?

প্রধান। অসুখঙ্গ অসুখঙ্গ হেঃ, অসুখঙ্গ কুঞ্জ, আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যা২৬ তিলে তিলে। শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ...

কুঞ্জ। না না, ওর ভীষণ অসুখঙ্গ ডাশুার বলে গেছে জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ। জেঠা তুমি জানো না ওর .....

মাখন। আমার খিদে। আমি খাব। আমায় খেতে দে। আমি খাব।

প্রধান। আমি ভুলতে পারবো, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না যে শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ।

কুঞ্জ। জেঠা, ওর অসুখ। তুমি ভুল করছ ভেঠো, ওর ভয়ানক অসুখ। ডাশুার বলছে ওর ভয়ানক অসুখ।

প্রধান। আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না। ডাশুার যাই বলুক আমি ভুলব না, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

কুঞ্জ। তুমি বুঝতে পারছ না জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ—

প্রধান। আমি ভুলব না যে শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরে গেল।—আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

জ্বপটক্ষেপৰ

পঞ্চম দৃশ্য

জ্বঐ একই পরিবেশ। মহামড়কে উজাড় হয়ে যা২৬ সৃষ্টি। নেপথ্যে চলেছে 'বল হরি হরি-বোল' আর 'মাগো মাগো'—ধবনির বিরামহীন আবহ, আর্ত কণ্ঠধবনি। রাধিকার অসুখ। রুক্ষ এলোচুলে সে বসে আছে দাওয়ার ওপর অসুস্থ মাখনের শিয়রে। আর বিনোদিনী ঝাঁটা দিয়ে উঠোন ঝাঁট দি২৬।ৰ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

বিনোদিনী। জ্বঝাঁটা হাতে সামনে ঝুঁকে পড়ে রাধিকাকেৰ আর এই ধবনির যেন বিরাম নেই। কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল দিবানিশি। উঃ, কি লোকটাই না মরছেঙ্গ

রাধি। দেখছ কী, কিছু কি থাকলঙ্গ হুঃ, উজোড় হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর না করব না, একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, এক বিন্দ্রু জল যে গালে দেবে তার পর্যন্ত্র কেউ নেই।—কী যে হবে সবঙ্গ—এমন আকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনো দিন।

বিনো। জ্ববসে পড়ে, রাধিকার প্রতিৰ এই রকম আকাল পড়িছিল নাকি আর একবার। অবিশ্যি, আমরা কেউই দেখিনি, মায়ের মুখ থেকে শোনা কথা বলছি। তা তিনিও আবার নিজের চোখে দেখেননি, ভাব ঠাকুরমার থেকে শুনেছেন। দিদি জানো?

রাধি। ন্-ও আ।

বিনো। জ্বউঠে দাঁড়িয়েৰ সে নাকি এর চাইতেও ভীষণ।

ঝাঁট দিতে আরম্ভ করে। রাধিকা মৃদু একটা মুখ ঝাপটা দিয়ে ঘাড় বাঁকায়।

নেপথ্যে হারু দত্তের গলা খাঁকারির আওয়াজ।

হারু দত্ত। জ্বনেপথ্যেৰ ই-য়ে প্রধান?

ডহারু দত্তের প্রবেশ.

—ই-য়ে গে, প্রধান আছো?

জ্বহারু দত্তকে দেখে বিনোদিনী ঘোমটা টেনে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। রাধিকাও হারু দত্তের অলক্ষ্যে মাথায় কাপড় তুলে দিলৰ

রাধি। বাড়ি নেই কো।

হারু দত্ত। আরে এই যে মাখনের মা, তা প্রধান যে আমারে বলে এলে—

রাধি। জ্বদাওয়ার ওপর একটা বস্তা পেতে দিয়েৰ হ্যাঁ, বসতে বলে গেছে।

হারু দত্ত। বসতে বলে গেছে?

রাধি। হ্যাঁ, বললে বলে এই যাব আর আসব। এলে পরে বসতে দিয়ো।

হারু দত্ত। তা ফিরবে তো তাড়াতাড়ি, না কী?

রাধি। বলে তো গেছে।

হারু দত্ত। জ্ববসতে বসতেৰ বসতে বলে বেরিয়ে গেল, উঁ.... তা ও শুয়ে কেডা?

রাধি। ঐ তো মাখন। আজ কদিন হয়ে গেল, এ ছেলের হাঁ না কোনো বাক্যি নেই মুখে। চোখ মুখ সব ফুলে পড়েছে। কী যে অদৃষ্টে আছেঙ্গ

হারু দত্ত। উঁ—তা তোমারও কি অসুখ নাকি? বড্ড শুকনো শুকনো মন মনে হ২৬ যেন।

রাধি। জ্বমাথায় হাত দিয়েৰ অসুখ, আজ কদিন হল একেৃরি হয়ে আছি। এ্রের কিছুতেই বিরাম নেই।

হারু দত্ত। উঁ, তা ওষুধ-পত্তর খা২৬?

রাধি। জ্বনাকি সুরেৰ ওষুধ কোথায় পাব বাবা? সামান্য এট্টু পত্যি তাই বলে.....

হারু দত্ত। নিমছাল, নিমছাল। ওষুধ বলতে কি আমি আর অন্য কিছু বলছি, হেঃ। নিমছাল। বেশ করে ধুয়ে এট্টা হাঁড়ি করে না—সে তুমি আবার তা ঠিক পারবে না। কতকগুলো প্রক্রিয়া আছে। তা এখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিলেই পারো কাউকে এট্টা শিশি দিয়ে।

রাধি। জ্বিবিনোদিনীর প্রতিৰ তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ঠায় পেছন ফিরে? বাবাঠাকুরের কাছে তোর আবার ল৭ া কিসের এতঙ্গ আয় বোসঙ্গ

হারু দত্ত। জ্বহেসেৰ কেডা ও, নিরঞ্জনের বউ না? আরে দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো। আমি ভাবলাম বলি আর কেউ বা হবে। আ২৬া বল মাখনের মা, পথে ঘাটে চলতে ফিরতে আমার বাড়ি তোমার বাড়ি দু-বার ছেড়ে অমন দশবার করে দেখা হ২৬ রোজ বউমার সন্দেগ, তবু এত ল৭ াঙ্গ হেঃ হেঃ ল৭ া, তা ভালো, ল৭ া ভালোঙ্গ বউ মানুষ কি নাঙ্গ তা ভালো।

রাধি। জ্বিবিনোদিনীর প্রতি কটাক্ষ করেৰ ঐ তো ভাবই ঐ রকম। অথচ আপনি দেখেননি জ্বিবিনোদিনীর দিকে ভেংচি কেটে দত্তের দিকে এমন মুখ করল যে বিনোদিনী কতই মুখরাৰ তা দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানো তজ্বা বাঁশের মতো, বোস্ এখানে এসে। বাবা বাঠাকুর যে তোর বাপপিতেম'র সমতুল্য।

জ্বচোখ দুটো মুহূর্তে চকচক করে্লে ওঠে বিনোদিনীর। একটু ইতস্তত করে বিনোদিনীর দ্রুত প্রস্টথানৰ

রাধি। জ্বিবিনোদিনীর প্রতি শ্লেষের ভন্দিগতে দত্তকেৰ দেখলেন তো?

হারু দত্ত। হেঃ হেঃ ছেলেমানুষ কিনাঙ্গ—তা দিয়ো যেন পাঠিয়ে এট্টা শিশি দিয়ে। একেৃরি হয়ে থাকা ভালো কথা না। দিনকাল বড়ো খারাপ, বড়ো খারাপ। এমনিই দেখছ তো সব চারদিকে—

রাধি। তা আর দেখছি নেঙ্গ ভয়ে বলে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যা২৬।

হারু দত্ত। জ্বচোখ কপালে তুলেৰ উঁ—

ডপ্রধানের প্রবেশ্

এই যে এয়েছো।

প্রধান। জ্বএকটু ঘাবড়ে গিয়েৰ এই এট্টু দেরি হয়ে গেল. আর—তা এয়েছেন কতক্ষণ?

হারু দত্ত। তা-া অনেকক্ষণ হল। বসে আছি তোমার জন্যে।

প্রধান। জ্বমাথা চুলকেৰ দেখুন দিনি। বসতে বলে গিছলাম কিন্তু।

হারু দত্ত। হ্যাঁ, তা শুনেছি। .... তারপর? কী ঠিক করলে?

প্রধান। ঠিক মানে .... বলব বা কীঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

হারু দত্ত। ঠিক মানে.... বলব বা কীঙ্গ

হারু দত্ত। সে আবার কী। তা জ্বহাত তুলেৰ বলি বিক্রি তো করবে, না কিঙ্গ মনোগত অভিপ্রায়টা কী তাই খুলে বল। জোর করে তো আর আমি তোমারে জমি বেচে ফেলতে বলছি নেঙ্গ

প্রধান। তো রন্ এট্টু বসুন, কুঞ্জ আসুক।

হারু দত্ত। কুঞ্জ আসবেঙ্গ

প্রধান। হ্যাঁ, এই এল বলে।

হারু দত্ত। তা কুঞ্জরে দিয়ে আমি কী করব? তার সন্দেগ আমার তো কোনো দরকার নেই। আর আলাপ আলোচনা, আগে কি এ সম্বণ্ডেধ তার সন্দেগ তোমার কোনো কথাবার্তাই হয়নি?

প্রধান। কথাবার্তা—আর কী বা এমন বিশেষ, তবে হ্যাঁ বলিছি।

হারু দত্ত। বলেছ?

প্রধান। হ্যাঁ বললাম বলি জমি-জায়গা যখন—

হারু দত্ত। তা যাগ্‌গে সে তুমি বোঝোগে হ্ল, আমি আর সে কথা শুনে কী করব? তা.... কুঞ্জ কী বজ্মে?

প্রধান। বললে .....

হারু দত্ত। বলো. বলো।

প্রধান। কুঞ্জ তো বারণ করে হ্ল, বলে যে না থাক দরকার নেই জমি বেচে ও দরে।

হারু দত্ত। বারণ করে, উ—উ—উ, তা তুমি কী বল?

প্রধান। আ—মি বলি, এখন কথা কী জানেন—

হারু দত্ত। দ্যাখো প্রধান, এট্টা কথা বলি। কারবার তোমার সন্দেগ আমি এই নতুন করছি নে। আর তুমিও তো জান আমারে না কী? এই যে মগরার বিলের জমি বিক্রি করলে সেদিন, হিসেব করে দ্যাখো, আর পাঁচজনই বা ঐরকম জমির কী দর দিয়েছে, আর আমিই বা তোমারে কী দর দিইছিঙ্গ যাচাই করে দ্যাখোঙ্গ আর এই যে কিনছি আমি, বলতে গেলে এ তো আমার এক রকম লোকসান। মরলোক তো আর কিছুই আমার হাতে আসছে না। বলবে আবাদি জমি, কিম্ভু এখন তো অনাবাদি-ই হয়ে রইল। হাল তো আর আমি ধরতে যাি২৬ নে জমিতেঙ্গ থাকল পড়ে এখন ঐ অবস্টথায়ঙ্গ মাঝখান থেকে খামখা কতকগুলো টাকা আমার গাঁটগ২চা চলে গেল। তো এর ওপর আমারে আর কত লোকসান দিতে বল তুমি?—এই যে সব সাহায্যের কথা শুনি, চাল দি২চ, ডাল দি২৬, খিঁচুড়ি খাওয়াি২৬, বস্তুর দি২৬ সব ভদ্দরলোকেরা, সত্যি কথা বলতে গেলে এ-ও তো আমার এক রকম সাহায্য হ্ল, মাটির বদলে টাকা দি২৬। কী দাম আছে মাটির আজ বল তো? অবিশ্যি হ্যাঁ, ছাগল তোমার, এখন সে তুমি মাথার দিকেই কাটো, ন্যাজের দিকেই কাটো, আমি বলতে

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

যাব না। তবে ঐ, ওর বেশি আর আমি এখন এক আধলাও দিতে পারব না। অসম্ভব এট্টা কথা বললেই তো আর হয় না।

ডকুঞ্জর প্রবেশ। মাথায় এক বোঝা ঘাস্

এই যে কুঞ্জ এয়েছো—তা ও ঘাস আনলে কোত্থেকে?

কুঞ্জ। এই পাঁচ জায়গা ঘুরে ঘুরে।

হারুদত্ত। উঁহু, এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হ২৬ঙ্গ তা সে যা করছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।

কুঞ্জ। না, এই তো দুগাছা নিইছি।

হারুদত্ত। তা সে ঐ দুগাছার দামই অতি কম এখন আটগণ্ডা পয়সা। আর কেটো না।—তা হলে আমাদের এদিকে কী হল প্রধান? কবালা করছ কবে তাই বলো। কাল সময় হয় না তোমার?

কুঞ্জ। ত্মদত্তের দিকে কটাক্ষ করেৰ কিসের কবালা, ও জমি বিক্রি নেই।

হারুদত্ত। ত্মহেসেৰ দ্যাখো দ্যাখো কী বলে পাগল। তা সে ঘাস জমি আমি তোরে দেবখন। জমিতে ঘাস ছাড়া এখন আর কী জন্দায় রে আহাম্মক? হেঃ, নিসকোন্ তুই ঘাস।

কুঞ্জ। না তা সে আপনি যাই বলুন, ও জমি বিক্রি নেই।

হারুদত্ত। বলি হ্যাঁ রে, জমি ধুয়ে খেয়ে কি পেট ভরবে, য়্যাঁ? য়্যাঁ-হ্যা—হ্যা—হ্যা জমি বিক্রি নেই।

কুঞ্জ। না, তা সে বললে কী হবে—

হারুদত্ত। ত্মহেসেৰ তুই চুপ কর। ছেলেমানুষ তুই, জমির কী বুঝিস, রে।—তা হলে প্রধান ঐ কথাই থাকল, কী বল?

কুঞ্জ। তা ও জেঠা কী বলবে? বলছি বলি জমি বেচব না, তা আপনি সে একেবারে জোঁকের মতো লেগে আছেন সদাসর্বদা জেঠার পেছনে। ও জমি বিক্রি হবে না।

হারুদত্ত। হেঃ, হেঃ, হেঃ, তোমার ভাইপোটি, বুঝলে প্রধান, একেবারে মাথা খারাপ হ্ল, কোনো দিকে হুঁস নেই। —এই তো শুনলাম আজ কদিন থেকে ভুগছে অসুখে মাখনের মা। কেন, দু'পা এগিয়ে গিয়ে ত্মকুঞ্জের প্রতিৰ আমার্ রগ্ন পাঁচনটা নিয়ে আসতে তোমার কী হয়, কী হয়? যাবি বুঝলি, নয় তো আর কাউকে পাঠিয়ে দিস্ বলে গেলাম।

কুঞ্জ। অসুখ অনাহার, তা ওষুধ দিয়ে কী হবে?

হারুদত্ত। অসুখ অনাহার। হেঃ হেঃ, তোমার ভাইপোটি বুঝলে প্রধান, বড্ড রসিক তোঙ্গ ভালো ভালো কথা বলে বেশ কুঞ্জঙ্গ.... তা হলে ঐ কথাই থাকল প্রধান।

ডপ্রস্থানোদ্যত.

প্রধান। না, থাক জমিটুকু বাবা, থাক। আর সবই তো গেছে, জমিটুকু আর বেচব না।

হারুদত্ত। আ২৬া তো নিয়ো'খন পুরিয়েই।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

প্রধান। না থাক্।

হারু দত্ত। আবার কী থাক্, পুরিয়েই নিয়ো'খন।

প্রধান। কুঞ্জঙ্গ

কুঞ্জ। টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।

প্রধান। তাই বলব—না, ও বেচব না বাবা থাক্।

হারু দত্ত। বেচব নাঙ্গ—কথার খেলাপ করো না হে প্রধান.....কথার খেলাপ করো না।

কুঞ্জ। বলি খেলাপের কথা ওঠে কিসে, হ্যাঁ গো মশায়? ওঠে কিসে খেলাপের কথা? দুঃস্থ অভাজনের ওপর অনাহক এরে বলে কী অত্যাচার। জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না হ্ল, আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।

প্রধান। ত্মকুঞ্জুকে বাধা দিয়েৰ আ-হ-া, তুই চুপ কর, দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। ত্মচেঁচিয়েৰ কেন চুপ কারার কী হয়েছে? চুপ করবেঙ্গ এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।

প্রধান। তা সে যাই যাব, তুই চুবো।

কুঞ্জ। কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এই বার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, —চেঁচাও,—অম্ব্রত আর পাঁচ জন মানুষ জানুক।

প্রধান। আ-হা-া, তুই চুপ করে দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। চুপ করবেঙ্গ

হারু দত্ত। কথার যে বড় পাঁয়তাড়া দেখি, উঁ?

কুঞ্জ। তবে, এখনও ভয় করে চলতে হবে। এখনও ভয়?

হারু দত্ত। উঁ, তা সে আমারে ভয় না করে—

ডওপরে হাত তোলে.

কুঞ্জ। জানি, জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে হ্ল, ওতে আর ভয় করি নে।

হারু দত্ত। উঁ, সোজা শিরদাঁড়টা তা হলে এই বার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয় হ্ল, বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্ধাঙ্গ

কুঞ্জ। এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।

ডহারু দত্তের ছোট মেয়ে মাতির বেগে প্রবেশ.

হারু দত্ত। ত্মমেয়েকে সামলেৰ ছোটলোক গালাগালি হল? বেটা হারামজাদার কথা শোনো ছোটলোক গালাগালি হল?

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কুঞ্জ। এই মুখ সামলে কথা বলো বিস্তুক।

হারু দত্ত। দে-দ্যাখো এক বার—

মাতি। জ্বআর্তকণ্ঠেৰ বাবাঙ্গ

হারু দত্ত। যা তো মাতি, ডেকে নিয়ে আয় তো তোর মামারে, আর চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে যারা যারা আছে। যা—

ডমাতির দ্রুত প্রস্থান.

প্রধান। তা আপনি যান বাবাঙ্গ এক তো জমি, তা সে আমি বিক্রি করব না ফুরিয়ে গেলঙ্গ

হারু দত্ত। না অত সহজে ফুরিয়ে যায় না, অত সহজে ফুরিয়ে যেতে দেব না।

প্রধান। খামখা কথা বাড়া২৬ন বাবু আপনি?

হারু দত্ত। কথা বাড়া২৬ আমি, উঁু, বুড়ো হলেও তুমি তো দেখেছি একটি কম খ২চর নও প্রধান।

কুঞ্জ। জ্বআস্ফালন করেৰ হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

কুঞ্জর বেগে প্রস্থান। মঞ্চের অপর দিক থেকে লাঠিসহ দু তিনজন বলিষ্ঠ লোকের প্রবেশ

হারু দত্ত। দে তো রে আ২৬া করে ঘা দু-২চার

জ্বলাঠি হাতে কুঞ্জর বেগে প্রবেশ। কুঞ্জর লাঠির ওপর লাঠির ঘা পড়ে। মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। একজন প্রধানকে আগলে রাখেৰ

১ম ব্যক্তি। জ্বকুঞ্জের প্রতিৰ শালা না খেয়ে মরতে বসেছ, এখনও তেলানি গেল নাঙ্গ

২য় ব্যক্তি। এই পায়ে ধরে মাফ চা। চা মাফঙ্গ

জ্বকুঞ্জ বুকে হেঁটে হারু দত্তের পা ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়।
হারু দত্ত দু-পা পিছিয়ে দাঁতে পিচ কাটেৰ

হারু দত্ত। পায়ে হাত দিস নে, পায়ে হাত দিস নে, য়্যাঁ ঃ।

জ্ববিনোদিনীর প্রবেশ। বারান্দার ওপর অসুস্থ মাখন উত্তেজনায় উঠতে গিয়ে ঘুরে পড়ে যায়। রাধিকা ও বিনোদিনী আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে।ৰ

হারু দত্ত। জ্বকুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকেৰ বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। জ্বলাঠি ঠুকেৰ কেন, কার সন্দেগ কী কথা বলিস্ ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

ডঅপমানাহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত.

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। জ্বলাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়েৰ

জ্বকুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।ৰ

রাধি। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। ত্মবিনোদিনীর প্রতিৰ এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

ডআর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুঁই শব্দ করতে থাকে.

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে - ে -ঃ, —কুঞ্জ দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ।
ত্মরাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে
নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়াৰ

কুঞ্জ। ত্মমুখ তুলে মাখনের দিকেৰ য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলিঙ্গ

ত্মপটক্ষেপৰ

৪৭.৮ সারাংশ ঃ ত্মনবান্ন ঃ প্রথম অন্দ্বকৰ

'নবান্ন' নাটকটি চার অন্দ্বেক পনের দৃশ্য নিয়ে পরিকল্পিত হলেও অভিনয় কালে ১৪টি দৃশ্য ব্যবস্টথা করা হোত। মূল নাটক প্রথম প্রকাশকালের পাঠ ত্মঅরণিৰ, এর সন্দ্বেগ সম্পাদিত অভিনয় কপি ত্মPrompter কপিৰ ও মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে শ্রীসুধী প্রধান নানা প্রবণ্ডেধ তাঁর বশু ব্য ও প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তা সত্ত্বেও কাহিনীর তেমন কোন হেরফের হয়নি।

নাটকের ঘটনাস্টথল আমিনপুর গ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটি সামলিয়ে গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষ একটু আত্মস্টথ হয়েছে যেই, অমনি নেমে আসে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সর্বগ্রাসী বন্যার তাণ্ডবে আর দুর্দান্ত্র ঝোড়ো হাওয়ায় গৃহস্টথের মাথার উপরের চালটা যায় পড়ে। আমিনপুরের পায়ের নিচের শশু মাটিটা যায় সরে।—'থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেলঙ্গ পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হ'ল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে, —প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

[প্রধান ঃ প্রথম অন্দ্বক, তৃতীয় দৃশ্য]

সমস্ত আমিনপুর সর্বনাশা বন্যার কবলে চলে গেছে। ভেসে গেছে ঘর বাড়ি, মানুষজন, —'প্রধান, সমুদ্দুর, চারিদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল....সমুদ্দুর উঠে এয়েচে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মাঙ্গঙ্গ

[দয়াল ঃ প্রথম অন্দ্বক, তৃতীয় দৃশ্য]

গোটা আমিনপুরের জীবনের শতরঞ্জিটা ছিড়ে শতছিন্ন হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্দশার এক২৬ত্র রাজত্ব হয়ে গেছে আমিনপুর।—জীর্ণ গৃহ-পরিবেশ। খসে খসে পড়ছে চালা। কোনো কোনো জায়গায়

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকালটুকু দেখা যাে২৬। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট।'

[দৃশ্য বর্ণনা, প্রথম অন্দ্বক, চতুর্থ দৃশ্য]

আমিনপুরের গ্রামে এই দুর্দশাগ্রস্থ প্রধান সমাদ্দারের পরিবার বন্যার কবলে পড়ে যখন ধুঁকছিল, তবুও পড়েছিল আমিনপুরের মাটি কামড়িয়ে। কিন্তু গ্রামের পয়সাওয়ালা লোভী ধূর্ত হারু দত্ত ও তার লোকজন এসে এই অসহায় পরিবারটার ওপর চালায় নিষ্ঠুর অত্যাচার। শেষ সম্বল একটুখানি জমি অল্প দামে কিনে নেওয়ার জন্য এসে যখন কুঞ্জর কাছে বাধা পায়, তখন তার জমির লোভটা নেকড়ের আক্রোশে পরিণত হয়। লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। —'মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। ..... লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে। ..... কুঞ্জর কান্না আরো জোরাল হয়। রুগ্ন মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'

[প্রথম অন্দ্বক, 'পঞ্চম দৃশ্য]

কিন্তু কেউ বাঁচাতে পারে না মাখনকে। কুঞ্জ রাধিকার একমাত্র সন্ত্রান, দস্যুর হাতে বাপ ঠাকুরদার ওপর অমানুষিক অত্যাচারের আতিশয্য সহ্য করতে না পেরে ভয়ে আতন্দ্বেক অনতিক্ষণ পরে প্রাণ হারায়। সমাদ্দার পরিবার তার একমাত্র বংশধরকে হারিয়ে হাহাকার করে ওঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। আর তখন, 'ভয়বিহ্তল বিনোদিনীর চোখ মুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।' এই ইন্দ্বিগতময় বিবরণটুকুর মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় সমাদ্দার পরিবারের ভবিষ্যৎ। গ্রাম ছেড়ে অনিছয়তার পথ বেয়ে বাঁচবার মরণান্ত্রিক প্রয়াসের আভাসটুকু ফুটে ওঠে বিনোদিনীর ভাবনায়।

৪৭.৯ মূলপাঠ □ নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অন্দ্বক

প্রথম দৃশ্য

ত্বকালীধনের গদী। উঁচু একটা ফরাসের এক কোণে মোটা একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে কালীধন। মোটা কালো নাদুস-নুদুস চেহারা, গায়ে একটা ফতুয়া—গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিকৃতি। নিচে দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের গোলা দিয়ে বিচিত্রিত শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় এই বারবার করিতেছি।* পাশে লাল কাপড়ে বাঁধাই করা স্তূপীকৃত খাতাপত্র। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা দাঁড়িপাল্লা। আধমণ, দশসের, পাঁচসের, আড়াই সের ও এক সের ওজনের লোহার বাটখারাগুলি ইতস্তত বিক্ষি৫। গুদাম ঘরের একপাশে কতকগুলো খালি বস্তা সাজানো। কুলি ও বাবু গোমস্তা এধার-ওধার ঘুর-ঘুর করছে। সামনে দিয়ে চলেছে সব ভারবাহী কুলিরা, পিঠে তাদের সব দু-মণি চালের বস্তা। মাল সব গুদোমের চোরকুঠুরিগুলোতে চালান করে দেওয়া হে২৬ হরদম। ক্যাশ বাক্সের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কালীধন মাঝে

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

মাঝে কী সব হিসেবপত্তর করছে, আর বিড় বিড় করছে। সামনে ফরাসের এককোণে সপ্রতিভ হয়ে বসে আছে হারু দত্ত হ্লু, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। বিড়ি ফুঁকছে আর কালীধনের দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে। কী একটা হিসেব কষা চলছে যেন সামনের খাতায় হ্লু, আর তারই প্রতিক্রিয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করছে উভয়ের চোখেমুখে। ফরাসের ডানদিকের এককোণে মাছির মতো ডুবে আছে রাজীব, দোকানের বৃদ্ধকর্মচারী, নথিপত্তরের মাঝখানে। এমন সময় একজন ছোকরা গোমস্তা, নিরঞ্জন ও রফে রাখহরি চাবির গোছা নাড়তে নাড়তে কালীধনের দিকে এগিয়ে এল।ৰ

নিরঞ্জন। মাল সব গুদোমে উঠে গেছে।

কালীধন। ঠিক মতো তোলা হয়েছে তো?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ সে—

কালীধন। একেবারে—

ড চোরকুঠুরির দিকে আঙুল তুলে খোঁচা মারলে.

নিরঞ্জন। তিন নম্বর কামরায়।

কালীধন। তিন নম্বর। ঠিক আছে।—এইবার তুমি দ্যাখো, দ্যাখো আবার ওদিকে দ্যাখো। দ্যাখো। ত্মহিসেবের খাতায় মন দেয়ৰ চাবিটা—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এই তালাটা দিয়ে আসিঙ্গ

কালীধন। দিয়ে আসিঙ্গ এখনও লাগাওনিঙ্গ কতবার করে বলতে হবে—নাঃ, আর চলল না কারবার।

ড নিরঞ্জন প্রস্টথানোদ্যত.

এদিকে শোনো। বললাম আর চললে অমনি হড়বড় করে। ভালো করে টেনে দেখো তালা হ্লু, আর বেরিয়ে আসবার সময় দু'খানা বস্তা টেনে দিয়ো খাদের মুখে, বুঝতে পেরেছ? যাও।

ড নিরঞ্জনের প্রস্টথান.

সব দেখে-শুনে করবে, এ সব কথা কি আর বার বার করে বলে দিতে হয়। ঝটপট সেরে এসে ত্মনিরঞ্জনকে উদ্দেশ করে হারু দত্তের প্রতিৰ এদের নিয়ে কারবার চালাতে হয়। বলব কী তোমায় সে একেবারে ষাঁড়ের গোবর, কোনো কম্মেরই হোকঙ্গ ত্মনিম্নস্বরেৰ রেখেছি শুধু লোকটা বিশ্বাসী বলে। কেটে ফেলে দাও, এট্টা কথা তুমি বের করতে পারবে না মুখ দিয়ে।

হারু দত্ত। সে তো মস্ত গুণ।

কালীধন। রেখেছিও তো ঐ জন্যেই।

হারু দত্ত। আজকালকার দিনে একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া মানে—

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কালীধন। ঃএক নজর তাকিয়ে ভ্রু তুলেৰ নিছয়। ঃসন্দেগ সন্দেগ হিসেবে মনোনিবেশ করে, ঠোঁট দু'খানা নড়তে থাকেৰ তা হলে তোমার হল গিয়ে একুনে—আ২৬া একটু সবুর করো, আসুক রাখহরি। আরে কই রে....ঃহিসেবে মন দেয়ৰ বিড়ি খাও।

হারু দত্ত। হ্যাঁ সে—ঃবিড়িতে টান মারেৰ আমার আবার ওদিকে একটা কাজ ছিলঙ্গ

কালীধন। আরো এসো। ঃদেশলাই দেয়। হিসেব কষে একটু পরেৰ চাল কিন্তু তোমার এবার তেমন সরেস নয় দত্তঙ্গ

হারু দত্ত। আর সরেস, দুদিন বাদে আর চালই পাও কি না তাই দ্যাখো, তার আবার...। এই তাই যা অবস্থা হয়ে উঠেছে মফস্বলে.....একেবারে খুনোখুনি ব্যাপার। অ্যাঁ....

ডপ্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকে কালীধনের দিকে.

কালীধন। বুঝলাম, কিন্তু তোমার গিয়ে নচ্ছীদের ঘরে যে চাল দি২৬ সে কোত্থেকেঙ্গ বেশ সরেস চালঙ্গ সে একটা চাল তুমি ভাঙা বা অন্য কিছু পাবে না।

হারু দত্ত। হ্যাঁ জানি, কিন্তু দর দি২৬ কত করে খবর রাখঙ্গ

কালীধন। কতঙ্গ

হারু দত্ত। সাড়ে বাইশ। দেবেঙ্গ দেবেঙ্গ

কালীধন। সাড়ে বাইশঙ্গ

হারু দত্ত। তবে, বালাম কি আর মাঙনা হয়ঙ্গ

কালীধন। সাড়ে বাইশ অবিশ্যি বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। তা ভালো জিনিশের ভালো দর দিতে হয়। নইলে হবে কেমন করে।—বলো তো দেখিএকবার চেষ্টা করে দু'দশ নৌকো যা পাই। তবে দর ঐ সাড়ে বাইশ, তেইশ, ওর এক আধলাও কিন্তু কম নয়। হয় তো বলোঙ্গ

কালীধন। না ও দর দিতে পারব না। অনর্থক মার খেয়ে যাব।

হারু দত্ত। কী মার, লুফে নিয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ চল্লিশে। নচ্ছীরা কি লোকসান দি২৬ঙ্গ

কালীধন। না সে নচ্ছীরা যাই করুক, আমি ও দর দিতে পারব না। বাজারের কথা এখন কিছু বলা যায় না দত্ত, মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলেছে। ওরে ববাপ্‌রে বাপ রে....

হারু দত্ত। ঃখ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসেৰ এই তো দ্যাখো, তোমরাই যদি এই রকম কথা বল তো আর সবকারবারিরা যায় কোথায়ঙ্গ

কালীধন। না না দত্ত তুমি বোঝ কীঙ্গ নিদেনপক্ষে এখনও সওয়া লাখ টাকার মাল আমার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অন্তত এই টাকাটা উশুল না হয়ে আসলে....

হারু দত্ত। তা সে উশুল হয়ে যাবে, হ্যাঁঃ।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কালীধন। সেই কি আর এট্টা কথা হল।—তুমি তো বলছ হয়ে যাবে, কিন্তু এই না হওয়া পর্যন্ত —রাত্তিরে ঘুমুতে পারি নে দত্ত, তুমি বল কীঙ্গ খালি আজে বাজে কত কথা কত কী সে একেবারে ভীমরুলের চাকের মতো চারদিক থেকে এসে পাগল করে দেয়।

হারু দত্ত। বুঝতে পা২৬ ব্লাড প্রেসার হয়েছে।.... তা সে বড়ো বড়ো লোকের আবার ও সব না থাকলে চলে না।

কালীধন। জ্বহেসেৰ তা যা বলেছ—

ডনিরঞ্জনের প্রবেশ্

এই যে এয়োছো এতক্ষণেঙ্গ

হারু দত্ত। হ্যাঁ তো ন্যাও এইবার এট্টু তাড়াতাড়ি করো। বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার আবার ওদিকে।

কালীধন। সব টাকা কিন্তু আজ দি২৬ নে।

হারু দত্ত। সে কী—তো দ্যাও হু, যা দেবে দ্যাও হু, আমার আবার ওদিকে—

কালীধন। জ্বহেসেৰ গুঁইবাবুদের ঘরে যাবে নাকি আজঙ্গ সে সব তো শুনলামই না। আর আসই একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে তার শুনব কখনঙ্গ দু-দণ্ড বসে যে এট্টু বাজারের হালচাল সম্বণ্ডেধ দুটো কথাবার্তা বলব—জ্বনিরঞ্জনের প্রতিৰ কই, কী বললে, ক বস্তা হয়েছেঙ্গ

নিরঞ্জন। ঐ পুরোপুরি 'সাতশ বস্তা।

কালীধন। সাতশ' বস্তা। এখন একগাড়ি—

হারু দত্ত। তুমি আগে আমারে যা দেবে তাও তো, তারপর সে তোমরা বসে সব হিসেব-পত্তর করোগে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। জ্বচাপা ধরা গলায়ৰ আ২৬া তা হলে তোমারেই আগে দিয়ে দেই। তোমারেই আগে দেই। ক্যাশবাক্সের ভেতর থেকে একতাড়া নোট বার করে হারু দত্তের হাতে গুনতি করে দেয়। গুণে ন্যাও।

হারু দত্ত। জ্বগুনতি করতে করতেৰ আবার গুনতে হবে। পাঁচ-দশ পঞ্চাশ, পঞ্চাশ, পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার, আর.... এতে কত দিলেঙ্গ

কালীধন। আর পাঁচশো —

হারু দত্ত। আর পাঁচশো। এই দিলে এখন।

কালীধন। হ্যাঁ, হিসেব সে এখন তোমার থাকল।

হারু দত্ত। জ্বএস্তেৰ তো থাক, থাক, তোমার কাছে হিসেব থাকবে তাতে আর আ২৬া আমি চললাম। জ্বউঠতে উঠতেৰ বড্ড দেরি হয়ে গেল। বাজারেই বা যাব কখন, কেনাকাটারই বা কী করবঙ্গ —তো চললাম, আর ও কথার কী বললেঙ্গ দেখব নাকি বালামঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

কালীধন। বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারুদত্ত। রাখলে পারতে কিছু , জিনিস ভালো ছিল। আর হয় তো পাবেই না।

কালীধন। জিনিস ভালো, দরও তো ভালো। আর কথা কী জানো, ওতে তেমন কিছু থাকে না। তুমি আমার বরং এই চালটাই আরও কিছু—

হারুদত্ত। তা সে তো বলেই গেলাম, তবে এটাও কিছু রাখলে পারতে।—তা সে বোঝা গে তুমি, আমি কিছু বলতে চাইনে—আমার আবার এদিকে.....

কালীধন। তা বলছ যখন এত করে, দিয়ো কিছু।

হারুদত্ত। কত?

কালীধন। কত দেবেঙ্গ

হারুদত্ত। ত্মহাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়েৰ এই।

কালীধন। ত্মবিস্মিত ভন্দ্বিগতেৰ অতঙ্গ.... তা দিয়ো, দিয়ো।

হারুদত্ত। ত্মপ্রস্টথানোদ্যতৰ হ্যাঁ রেখে তো দ্যাও কিছু, তারপর এখন বোঝা না হয়, আ২ৰা আমি চলি তা হলে।

কালীধন। আ২ৰা—। ত্মচেঁচিয়েৰ আরে ইয়ে দত্ত। তারপর, ভালো কথা, আমার সেই জিনিসের কী করলে। আমার সেই জিনিসঙ্গ

হারুদত্ত। কোন্ জিনিস বলো তো?

কালীধন। জিনিস, আবার বলতে হবে কোন জিনিসঙ্গ

ডসন্ত্রিগ্ধ দৃষ্টি মেলে এগিয়ে আসে আবার হারু দত্ত.

হারদত্ত। ত্মকৌতূহলী হেসেৰ কী বল দিনি, ও হো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তা সে হবে, হবে। ব্যবস্টথা আমি সে ওদিকে একেবারে পাকাপাকি করে ফেলেছি। ঠিক হয়ে যাবে সব।

ডপ্রস্টথানোদ্যত.

কালীধন। ঠিক তো—

হারুদত্ত। এই দেখবে হয় তো ফিরে পাকেই—

ডফিরে চেয়ে হাসল.

কালীধন। সত্যি, মাইরি

হারুদত্ত। তবে—

কালীধন। আ২ৰা-া-া-া

ডহারুদত্তের প্রস্টথান.

ত্মক্যাশবাক্সের ডালাটা তুলে ধরে কালীধন যেন কি সব নাড়াচাড়া করে, তারপর একটা

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

লম্বা চাবি বের করে একটু ফিরে শুয়ে পাশের লোহার সিন্দুকটা খুলে ক'তাড়া নোট ভেতরে চালান করে দেয়।ৰ

রাজীব। ত্মহাই তুলে তিন তুড়ি বাজিয়েৰ রাধে গোবিন্দ বল মন।

কালীধন। সরকার মশাই।

রাজীব চশমার ফাঁক দিয়ে কালীধনের দিকে এক নজর তাকিয়েই নিজের কাজে মন দেয়।

ও সরকার মশাই।

রাজীব। কইয়্যা ফ্যালাও, শুনত্যাছি।

কালীধন। চালানটা পাঠিয়েছিলেন ও বেলা?

রাজীব। ত্মএকদৃষ্টে কালীধনের দিকে তাকিয়েৰ বিপিন বাবুর নামে তো? চবিতশ নম্বরঙ্গ

কালীধন। ত্মখাতা দেখেৰ হ্যাঁ।

রাজীব। হ হ দিছি, রাখহরিরে দিছি। তাইলেও এক বার জিগাও, পাঠাইল কি না চালানটা।

কালীধন। এই তো দেখুন গণ্ডগোল বাধান।

রাজীব। গণ্ডগোলের আবার কী আছে ইয়ার মধ্যে হু, হ্যাঁ হে মহে—আরে কী যে কয় ওয়ার নামটা, রাখহরি রাখহরি। রাখহরি, চালানটা নি পাঠাইছ বিপিন বাবুর?

নিরঞ্জন। ত্মকাজ ফেলে এগিয়ে যায়ৰ নম্বর কত চালানের?

ডজনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ.

কালীধন। নম্বর কত চালানেরঙ্গ এখন জিজ্ঞেস করছ নম্বর কত চালানেরঙ্গ নাঃ, কাজ-কারবার আর —ত্মসহসা ভদ্রলোকের প্রতিৰ আপনি—

ভদ্রলোক। আমি—

কালীধন। ও বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। মণ্টুবাবুর বাড়ি থেকে আসছেন তো—তা একটুখানি বসতে হবে আপনাকে হু, এই বেশিক্ষণ না, একটুখানি বসুন—

ডআগন্তুক ভদ্রলোক পাশের চেয়ারে বোকার মতো বসে পড়লেন।

ত্মনিরঞ্জনের প্রতিৰ তা যাও, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এখন করবে কী। যা হবার তা তো হয়েইছে। কালও যায়নি, আজও গেল না চালানটা।

ডনিরঞ্জনের প্রস্টথান.

ত্মরাজীবের প্রতিৰ আর আপনিও তেমনি দিয়েই খালাস। দিলেন যখন তখন আর এক বার খোঁজ করে দেখলেই পারতেন যে চালানটা ঠিক পাঠানো হল কি না। সবাই যদি এখন—

রাজীব। আরে দিয়া তো রাখছি সেই কোন সকালে, তা সে যে পাঠায় নাই এহনতরি—

কালীধন। আহা দিছলেন তো বুঝলাম সকালবেলাই, কিন্তু জিনিসটা ঠিক পাঠানো হল কি না, মাঝে এক বার খোঁজ নিয়ে দেখলেই পারতেন, চুকে যেত।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

রাজীব। অহন জট তো আর নাই আমার মাথায়—

কালীধন। জট থাকা না থাকার কোনো প্রশ্ন হ২৬ না। যাগ্‌গে, খামখা আপনার সন্দেগ তর্ক করে আর—জ্বভদ্রলোকের প্রতিৰ এইবার বলুন কী বলছিলেন আপনি। ও হ্যাঁ, আরে ওহে, সকাল বেলা আজ অনন্ত্রধাম থেকে কোনো লোক এসেছিল কি? সরকার মশাই খবর রাখেন?

রাজীব। অনন্ত্রধাম থাইক্যা, হ্যাঁ আইছল তো চাউলে লাইগ্যাঙ্গ তা পরিমাণের কথা—

কালীধন। জ্বভদ্রলোকের প্রতি হেসেৰ ক-মণের কথা বলেছিলেন যেন আপনি?

রাজীব। আ২৬া রও দেখি এক বার খাতটা, লিখা তো রাখছিলাম।

ডখাতায় মনোনিবেশ করে.

ভদ্রলোক। আমি মানে, এই গিয়ে আপনার একজন সাধারণ গেরস্তু লোক মশাই, বড্ড দায়ে পড়ে এসেছি। অবিশ্যি, আপনি দর যা চাইবেন আমি তাই দেব। তবে—এই কিছু চাল আমার চাই-ই।

কালীধন। জ্বহাত উলটেৰ চাল কোথায় মশাইঙ্গ দশ-বিশ বছরের বাঁধা খদ্দের তাদেরই বলে চাল দিতে পা২৬ নে, তার আপনি তো—না মশাই ও সুবিধে হবে না। আপনি বরং অন্য জায়গা দেখুন—কী কাণ্ডঙ্গ

ভদ্রলোক। দেখুন দাম আমি—

কালীধন। আহা দামের কথা তুলছেন কেন অনর্থক হ্ল, দামের জন্যে তো আটকা২৬ না, আসলে চালই নেই।

ভদ্রলোক। চাল নেই তা হলে—

কালীধন। তা হলে দেখুন, অন্য জায়গা দেখুন।

ভদ্রলোক। বলুন কোথায় দেখব। এর আগে দু-পাঁচ দোকান যা দেখলাম, তাতে সবাই তো ওই এক কথাই বলে—চাল নেই। এখন আমি কী করি বলুন তো। আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না আমার প্রয়োজনটা। গু২চার কা২চা বা২চা নিয়ে মশাই শহরে বাস। ঘরে এক দানা চাল নেই। আপনি বুঝতে পারছেনঙ্গ

কালীধন। বুঝলাম মশাই, সব বুঝলাম। কিন্ত্রু আমি তার কী করতে পারি বলুনঙ্গ

ভদ্রলোক। জ্বক রজোড়েৰ যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন হ্ল, আপনি বাঙালি, আমিও বাঙালী।

কালীধন। তা দামের কথা বলছিলেন, কী দর দেবেন আপনি সেটা বলুন হ্ল, দেখি যদি অন্য কোনো দোকান থেকে বলে কয়ে জোগাড় করতে পারি।

ভদ্রলোক। দর—তা সে আপনি যা বলেনঙ্গ

কালীধন। জ্বহাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়েৰ দেখুন, দিতে পারবেনঙ্গ হয় তো দেখি কারো ঘরে যদি চাল থাকে।

ভদ্রলোক। জ্ববিস্মিতের ভন্দিগতেৰ কতঙ্গ প-ঞ্চ-শ টাকা।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

রাজীব। ত্মমুখ তুলেৰ অনর্থক কথা বাড়াও তুমি কালীধন। খ্যাদাইয়া দাও না, হুঁঃ।

কালীধন। ত্মভদ্রলোকের প্রতিৰ তবেই বুঝুনঙ্গ

রাজীব। চাল খায়। বড় চাল খাউন্যাঙ্গ চাল খাইতে আইছে। দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।

কালীধন। ত্মভদ্রলোকের প্রতিৰ দেখুন, দাম শুনেই চমকে উঠলেন তোঙ্গ তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যে আপনি চাল নিতে পারবেন না।

ভদ্রলোক। তাই বলে মশাই পঞ্চাশঙ্গ

রাজীব। আরে ষাট টাকা দরে মশায় সাধাসাধি, বোঽচন সাধাসাধি। আপনে তো পঞ্চাশ টাকা শুন্নাই চম্‌কাইয়া ওঠলেন।

কালীধন। ত্মভদ্রলোকের প্রতি হেসেৰ চাল চান অথচ দেখুন—

ভদ্রলোক। আপনি হাসছেনঙ্গ

রাজীব। তো কি কাঁদবে নাকিঙ্গ কী আছর্যঙ্গ

ভদ্রলোক। আগে ত্রিশ টাকা দরে নিইছি, এখন নয় পঁয়ত্রিশ, জোর চল্লিশই নিন। সের পনেরো চাল অন্ত্রত আমায় দিন যে করে হোক, বড্ড ঠেকে গেছি।

রাজীব। আরে দ্যাহ কয় কী, য়্যাঁ, কয় কীঙ্গ মানুষের ব্যবহার দেইখ্যা, আর—

কালীধন। ত্মভদ্রলোকের প্রতিৰ মাফ্‌ করবেন আমি পারব না।

ভদ্রলোক। ত্মহাত জোড় করেৰ সের পনেরো চাল আমায় অন্ত্রত—

রাজীব। দে দ্যাখ্‌ছ, বসপ্যার দিলে শুইব্যার চায়। আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।

ভদ্রলোক। ত্মক্ষুব্ধ স্বরে রাজীবের প্রতিৰ আপনি চুপ করুন। অনেকক্ষণ থেকে আমি দেখছি আপনি—

রাজীব। দে দ্যাখ—আবার চোখ ভ্যাট্‌কায়ঙ্গ দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দেচে রাখহরি—

ভদ্রলোক। খুনে যেন কোথাকার। তোমায় আমি পুলিশে দেব, দাঁড়াও।

কালীধন। যান যান, আপনি বরং তাই ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে, যান যান।

ভদ্রলোক। ত্মক্ষোভের সুরেৰ অনন্ত্রধাম থেকে লোক আসলে যত ইঽ৬ তত মণ চাল দিতে পারেন, কিন্ত্রু

কালীধন। অনর্থক চেঁচাঽ৬ন। চাল নেই, চাল আপনি পাবেন না।

রাজীব। ত্মখল হেসেৰ আরে এগুলা কি পাগল কি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। ত্মকালীধনকে উদ্দেশ করে ভদ্রলোককেৰ বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখ্‌প্যার পারে তা নি জানো। আহাম্মক কোহানকার, তুমি দ্যাখাও পুলিশের ভয়ঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

ৠনেপথ্যে ‘মাগে’ ‘মাগো’ ধবনিঙ্গ কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে শুধু খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসে।ৰ

ভদ্রলোক। ৠরেগেৰ আ২৬া, যা২৬ আমি, কিন্তু এর কোনো প্রতিকার হয় কিনা আমি এক বার—ৠহঠাৎ অসহায়ভাবে ভেঙে পড়েৰ

ড কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসে.

কিন্তু কী-ই বা করবঙ্গ

ড প্রস্টথান.

রাজীব। ৠহিসেবের খাতাটার দিকে এক নজর তাকিয়েৰ দুর্ভিক্ষের কান্দগালি যত সব, মরবার আইস্যা পড়ছে শহরে—দোকানের ফটকটা বগুধ কই র‍্যা দেচে রাখহরি, বগুধ কই র‍্যা দে।

ড নেপথ্যে সন্দেগ সন্দেগ ফটকের কোলাপর্সিবল্ গেট বগুধ করার শব্দ—

ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝট.

ৠপটক্ষেপৰ

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটা পার্কের অংশ। কোণে একখানা বেঞ্চপাতা। ভেতরে কুড়ি-পঁচিশ জন ভিক্ষুক ভিড় করে বসে আছে। কলকণ্ঠে মুখর হয়ে আছে পরিবেশ। ভিড়ের মাঝখানে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা ও বিনোদিনীকে দেখা যা২৬। প্রধান একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছে। রাধিকা বসে বসে মাথার চুলে বিলি দি২৬। কুঞ্জ গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবছে। বিনোদিনীকে ফষ্টি নষ্টি করতে দেখা যা২৬ অন্য একজন ভিখারিনীর সন্দেগ। বস্তা বঞ্চী ঘর সংসার—মেটে হাঁড়ি, টিনের কৌটা—সব ছড়িয়ে পড়ে আছে ইতস্তত। বুড়ো-হাবড়া, জোয়ান, কিশোর শিশু—বিভিন্ন বয়সের নিঃস্ব জমায়েত হয়েছে এখানে, এদের ভেতরে কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, কেউ বা তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। হৈ চৈ চেঁচামেচির মাঝখানে অডিটোরিামের ভেতর থেকে জনৈক সাহেবি পোশাক পরা প্রেস-ফটোগ্রাফার শিশু সন্ত্রান কোলে জনৈক ভিখারিনীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল।

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, ফাইন মডেল। ৠবগুধুকে উদ্দেশ করেৰ মিস্টার মুখার্জি, আরে এসো এসো, ক’খানা ছবি তুলে ফেলি। আমাদের কাগজের জন্যে। এমন মডেল তুমি চট করে পাবে না হে, এসো এসো।

ৠআর একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার এগিয়ে গেল স্টেজের দিকে অডিটোরিয়াম থেকে।ৰ

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, দাঁড়াও আসছি।—দারুণ স্ট্রাইক করেছে তো হে তোমার মাথায়। আমি ভাবতেই পারিনি। ওঃ—

ৠদুজনে স্টেজের ওপরে গিয়ে উঠল। প্রথম ফটোগ্রাফার মঞ্চের সামনের দিকের বাঁ কোণ থেকে ক্যামেরাটা তুলে ধরে তাক করতে লাগল নিঃস্বদের দিকে।ৰ

তুললে? ক’খানা?

১ম ফটোগ্রাফার। তুললাম, খানা দুয়েক তুললাম কিন্তু এক্সপোজারটা তেমন যেমন ভালো হল না বলে মনে হ২৬।

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

২য় ফটোগ্রাফার। কেন, ঠিক হল না?

১ ম ফটোগ্রাফার। কেমন যেন সন্দ্রেহ হ২৬। আর শালী খালি নড়বে, খালি নড়বে, পোজিশন নিতেই দিলে না।

২য় ফটোগ্রাফার। আ২৬া দাঁড়াও, আমি ঠিক করে দি২৬। জ্বভিখিরিদের দিকে একটু এগিয়ে যায়ৰ আর রয়, অনর্থক 'মব'-এর ছবি তুলে খামখা ফিলম নষ্ট করে কী হবেঙ্গ তুমি বরং মডেল দেখে দেখে তোলো, আমি ঠিক করে দি২চ, কেমনঙ্গ হ্যাঁ, তাই করো, দ্যাটস্ রাইট। জ্বকচি ছেলে কোলে জনৈক ভিখারিনীর প্রতিৰ ওহে, তোমরা সব খাবার পেয়েছ, খাবারঙ্গ মানে গিয়ে এই খিচুড়িঙ্গ খিচুড়ি পাওনি সব তোমরাঙ্গ

ভিখারিনী। না তোঙ্গ

২য় ফটোগ্রাফার। জ্ববিস্মিতের ভন্দ্বিগতেৰ সে কীঙ্গ

জ্বভিখারিনী মুখখানা করুণ করে ফটোগ্রাফারের দিকে হাত পেতে ধরে।ৰ

১ম ফটোগ্রাফার। জ্বক্যামেরা ডাক করতে করতেৰ মুখার্জিঙ্গ

২য় ফটোগ্রাফার। য়্যাঁ।

১ম ফটোগ্রাফার। একটুখানি হাসি ফোটাতে পারো, হাসি জাস্ট্ট এ বিট অব স্মাইল্। দ্যাখো না ভাই চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। হাসিঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিখানার তাহলে নাম দিতে পারি 'বাংলার ম্যাডোনা'।

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, কাগজের সারকুলেশন তা হলে তো কাল দ্বিগুণ হে। ওঃ, 'বস' যা খুশি হবে তোমার ওপর মাইরি।

১ম ফটোগ্রাফার। খুব চমৎকার আইডিয়া, না?

২য় ফটোগ্রাফার। তবে, মাথা কার আবার দেখতে হবে তোঙ্গ—কিন্তু হাসি এ আমি ফোটাই কী করে বলো তো?

১ম ফটোগ্রাফার। দ্যাখো না দ্যাখো না একটু চেষ্টা করে, জাস্ট্ট এ বিট অব স্মাইল, দু-চারটে পয়সা-টয়সা চায় তো দাও না।

ডক্যামেরা তাক করতে থাক, ২য় ফটোগ্রাফার ভিখারিনীর দিকে এগিয়ে যায়।

ভিখারিনী। আমার জন্যে নয় বাবু, এই কচি ছেলেটাঙ্গ দয়া করো বাবা।

২য় ফটোগ্রাফার। জ্বদরদভরেৰ পয়সা নেবে, পয়সাঙ্গ এই নাও।

ডপয়সা দেয়। পয়সা পেয়ে ভিখারিণীর মুখটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

২য় ফটোগ্রাফার। রয়ঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। ও. কেঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof

২য় ফটোগ্রাফার। কী রকম, সাক্সেস্ফুল তো?

১ম ফটোগ্রাফার। মোস্ট্ট লাইক্লি, দেখা যাক। ত্মএকটু এগিয়ে গিয়েৰ তুমি যাও বাছা এই বার, যাও। যাও। পয়সা-টয়সা পেয়েছ তো। আ২৬া যাও।

ড ভিখারিনী সরে যায়।

ত্মক রুণভাবেৰ রিয়েলিঙ্গ—আ২৬া মুখার্জি, দ্যাখো তো ভাই, এই ধরনের আর গোটা দু২চার মডেল—ত্মহঠাৎ প্রধানকে দেখেৰ ইয়েস্ দ্যাট্ ওল্ড ম্যান, দাঁড় করাতে পারো ভাই ওকে এক বার বলে কয়ে—দ্যাখোনা একটু চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কে, কাকে মীন করছ তুমিঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। আরো ঐ যে, বুড়ো লোকটা, জামা না কী সেলাই করছে বসে বসেঙ্গ

২য় ফটোগ্রাফার। ও, দ্যাট্ গ্রেট্ প্যাট্রিয়ার্কঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, বেড়ে নামকরণটি করেছ তো হে। গ্রেট প্যাট্রিয়ার্কই বটে। ফাইন নামকরণ হয়েছে। চল না দু একটা কথাবর্তা কয়ে দেখি বুড়োর সন্দেগ। ত্মএগিয়ে গিয়ে প্রধানকেৰ হ্যাঁ হে, বলি বাড়ি কোথায় তোমার, বাড়িঙ্গ

প্রধান। জ্ঞেঁ-এ-এ বাড়িঙ্গ বাড়ি জ্ঞেঁ-এ-এ চিনতে পারবেনঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পারব নাঙ্গ

প্রধান। তা হলে বলি। বাড়ি আপনার গিয়ে হুই-ই আমিনপুর।

ড হে হে করে হেসে

১ম ফটোগ্রাফার। আমিনপুর?

প্রধান। আঁজ্ঞে।

১ম ফটোগ্রাফার। তা এখানে এসে তোমাদের সব থাকবার খাবার বেশ সুবিধে হয়েছে তোঙ্গ

প্রধান। সুবিধেঙ্গ আমাদের বাবু সুবিধে আর অসুবিধেঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। কেন? আ২৬া দ্যাখো বাপু, এই তুমি একটুখানি উঠে দাঁড়াতে পারো?

প্রধান। উঠে দাঁড়াব বলছেনঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটুখানি, মানে একটা ছবি তুলব কি না?

প্রধান। ছ্বিঙ্গ

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ ছবি, যেমন—

প্রধান। ছবি কিসের বাবু?

১ম ফটোগ্রাফার। ত্মমুখার্জির প্রতিৰ ডীল উইথ্ হিম।

২য় ফটোগ্রাফার। ত্মপ্রধানের প্রতিৰ কেন তোমারঙ্গ কেমন সুচ্ছর খবরের কাগজে বেরুবে। খবরের কাগজের লোক কিনা আমরাঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\Unit-47 Pm6.5\2nd proof